ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

যে কারণে রণবীরের সামনে 'গলা তোলার' সাহস দেখান না আলিয়া

পৃঃ ৫

কোহলির রেকর্ড ছুঁলেন সূর্য

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২১১ ● কলকাতা ● ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শনিবার ● ০৩ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

জিএসটি ইস্যু সহ একাধিক বিষয় মুখ্যমন্ত্রীকে

কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড: সুকান্ত মজুমদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি রাজ্য সভাপতি ডঃ সুকান্ত মজুমদার জিএসটি ইস্যু সহ বেশ কিছু বিষয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র আক্রমণ করেন। সুকান্ত বাবু এদিন রেশন বন্টন দুর্নীতি কাণ্ডে ফের কটাক্ষ করলেন। এছাড়াও কয়লা পাচার শ্যুট আউটের ঘটনাতেও মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করলেন তিনি। রেশন দুর্নীতি কাণ্ডে দেগঙ্গা তৃণমূল ব্লক সভাপতি ইডির হাতে গ্রেপ্তার হবার পর সরগরম রাজ্যে রাজনীতি। এই বিষয়েও করা মন্তব্য করলেন বঙ্গ বিজেপি সভাপতি। তিনি বলেন "এখন দুর্নীতি ঘটনা বিরাট বড়চক্র। এতে অনেকেই জড়িত। জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের পুরো টিম জড়িয়ে আছে। আরো অনেকের নাম সামনে আসবে। শিলিগুড়ির এক চালকল মালিকও যুক্ত রয়েছেন" ।বিজেপির রাজ্য সভাপতি মনে করছেন, বাংলার যা পরিস্থিতি যেখানে সেখানে শ্যুটআউট হচ্ছে। কলকাতা ও তার ব্যতিক্রম নয়। তৃণমূল জমানায় এই ঘটনা রাজ্যের আরো বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাবে। আসানসোলের শ্যুটআউটের ঘটনা সামনে এসেছে। এখানে এক ধরনের শিল্প হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শিলিগুড়ির পর মাটিগাড়ায় রামকৃষ্ণ মিশনের জমি দখল নতুন নয়। জমি দখল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী জানান শিলিগুড়ির জমি মানে হীরের টুকরো। তাই তৃণমূল নেতারা সেটাতো দখল করবেই।

বীমা ক্ষেত্রে জি এস টি তুলে

এরপর ৩ পাতায়

কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা টাকা খরচের অস্বচ্ছতার অভিযোগে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার টাকা খরচে অস্বচ্ছতার অভিযোগে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে রাজ্যকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে। এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ।

মগরাহাটের এক নম্বর ব্লকের উত্তর কুসুম গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১৩ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা প্রকল্পে বাড়ি বানানোর ক্ষেত্রে টাকার অপব্যবহার হয়েছে এই অভিযোগে পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে নোয়ার হোসেন লস্কর নামে এক ব্যক্তি কলকাতা হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন।

আদালতে তিনি দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পে

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের

সচিব পর্যায়ে রদবদল হল নবান্নে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবারেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের সচিব পর্যায়ে রদবদল হল নবান্নে। কর্মী নিয়োগ প্রশাসনিক দফতরের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করেই সে কথা জানানো হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব খলিল আহমেদকে পাঠানো হয়েছে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরে। আর খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ দফতরের সচিব সুব্রত গুপ্তকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরের দায়িত্বে পাঠানো হয়েছে।সেই রদবদলে খাদ্য দফতরের বিশেষ সচিব করা হয়েছে অমিত রায়চৌধুরীকে। পাশাপাশি, উচ্চশিক্ষা দফতরের বিশেষ সচিবের দায়িত্বও সামলাতে হবে তাঁকে। কারিগরি শিক্ষা দফতরের বিশেষ সচিবের দায়িত্বে আনা হয়েছে জয়সী দাশগুপ্তকে। উচ্চশিক্ষা দফতর-সহ আরও একটি দফতরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিলাদিত্য বসু রায়কে। রাজ্য গেজেটার্সের বিশেষ সচিব (সিনিয়র) করা হয়েছে সৌম্য পুরকাইতকে।ওই দফতরের অতিরিক্ত সচিব হৃদেশ মোহনকে পাঠানো হয়েছে জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দফতরে।

আবাসন দফতরের প্রধান সচিব রাজেশকুমার সিন্‌হাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে

এরপর ৩ পাতায়

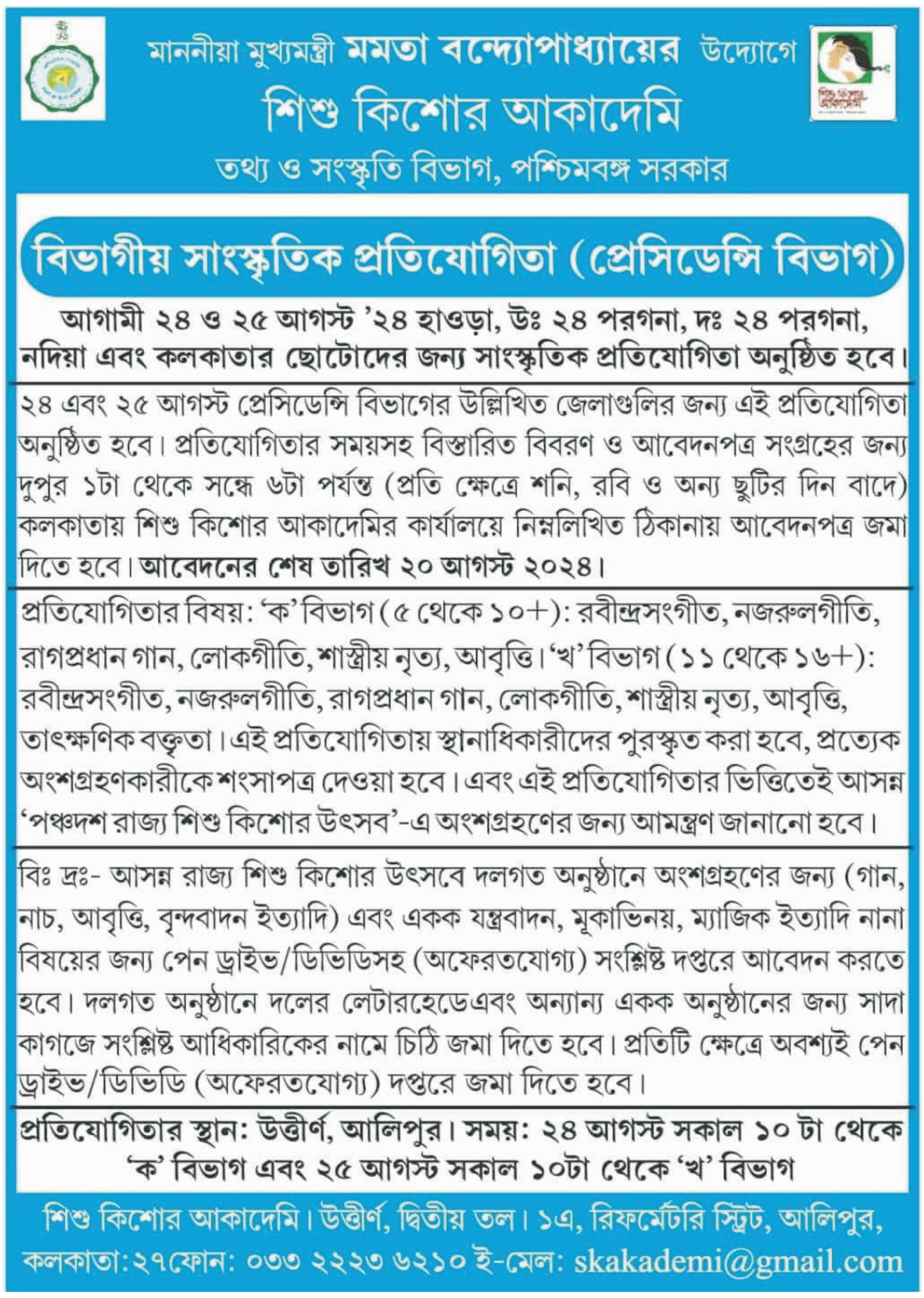

শুভেন্দুর জেলার তৃণমূল বিধায়ককে
নোটিস ধরাল আয়কর দফতর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধসকবলিত এলাকা থেকে যখন একের পর এক দেহ উদ্ধার হচ্ছে, তার মধ্যেই একটি বাড়ি থেকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হল একই পরিবারের চার জনকে। চূড়ালমালা গ্রাম থেকে তিন কিলোমিটার দূরে পারাভেট্টিকুন্নুতে একটি ভগ্নপ্রায় বাড়ি থেকে শুক্রবার ওই চার জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন পুরুষ, এক মহিলা এবং একটি মেয়েও রয়েছেন।কেরল পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি শুক্রবার জানিয়েছেন, প্রায় ৩০০ মানুষ এখনও নিখোঁজ। ৩৪৮টি বাড়ি পুরো নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। শুক্রবার সকাল থেকে উদ্ধারকারীদের ৪০টি দল আবার উদ্ধারকাজ শুরু করেছে। চূড়ালমালাতে উদ্ধারকাজে আরও গতি আনার জন্য বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই অস্থায়ী সেতু বানিয়েছে সেনা। মুন্ডাক্কাই এবং পুঞ্জিরিমাত্তম গ্রামে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। ধসকবলিত মুন্ডাক্কাই এবং চূড়ালমাকে মোট ছ'টি অঞ্চলে ভাগ করে উদ্ধারকাজ চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ওয়েনাড়ের জেলাশাসক মেঘাশ্রী ডি আর। প্রথমে আত্তামালা এবং আরানমালা, দ্বিতীয় মুন্ডাক্কাই, তৃতীয় পুঞ্চিরিমাত্তম, চতুর্থ ভেলারিমালা গ্রাম, পঞ্চম জিভিএইচএএস ভেলারিমালা এবং শেষে নদীরপারগুলিতে উদ্ধারকাজ চালানো হবে। ধসের পর ওয়েনাড়ের চার গ্রামে যখন হাহাকার চলছে, একের পর এক দেহ উদ্ধার হচ্ছে, সেই সময় জীবিত অবস্থায় চার জন উদ্ধার হওয়ায় স্থানীয়দের মধ্যে আশার আলো দেখা দিয়েছে।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, ওই চার জনকে সেনার হেলিকপ্টারে করে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার

এরপর ৩ পাতায়

বদল হতে পারে তৃণমূলের একাধিক জেলা সভাপতি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। এবার তৃণমূলের অন্দরে জোর জল্পনা, বদল হতে পারে তৃণমূলের একাধিক জেলা সভাপতি। প্রায় ৮-১০টি জেলার সভাপতি বদল হতে পারে বলে জল্পনা। লোকসভা নির্বাচনে খারাপ পারফরম্যান্সের খেসারত দিতে হতে পারে একাধিক জেলা সভাপতিকে। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, জল্পনায় নাম রয়েছে একাধিক জেলা সভাপতির। তাপস রায় দল ছাড়ার পর ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা এখন সভাপতি শূন্য। এখানেও বসানো হতে পারে নতুন মুখ। অন্যদিকে জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলায় সভাপতি বদল নিয়েও চলছে চর্চা। এই দুই জেলাতেই বারংবার উদ্যোগ নিয়েও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। এই দুই জেলায় সভাপতি-সহ জেলা সংগঠনে রদ বদল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়াও চর্চায় রয়েছে জঙ্গলমহলের বাঁকুড়া জেলা। এই জেলায় তৃণমূল সংগঠনে আসতে পারে বড় রদবদল।কোন জায়গায় কেন পরাজয়, স্থানীয় রাজনীতির সমীকরণ কী, সবটাই নজরে রেখে বদল আনা হবে। ভোটের হিসাব বলছে ৭৪টি পুর এলাকায় পিছিয়ে শাসকদল। বহু বিধানসভায় পিছিয়ে তারা। তবে সূত্রের খবর, যেখানে হার সেখানেই পরিবর্তন, রদবদলের ক্ষেত্রে এমন সরলীকরণের রাস্তায় হাঁটবে না তৃণমূল কংগ্রেস। জেলা সভাপতি বদলের চর্চায় কেন্দ্রবিন্দুতে পূর্ব মেদিনীপুরের নাম। এই জেলার দুই লোকসভাতেই পরাজয় হয়েছে তৃণমূলের। এই জেলায় বেশ কিছু নেতা বিরোধী দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখছেন বলে চর্চা তৃণমূলের অন্দরে। এই জেলায় সভাপতি বদল-সহ একাধিক সাংগঠনিক পদে বদল হতে পারে ।সভাপতি বদল হতে পারে মালদহেরও। এই জেলা গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে দীর্ণ। সংগঠন কার্যত ভেঙে পড়েছে বলেই মনে করছেন দলের কেউ কেউ। তাই এ জেলায় সাংগঠনিক খোলনলচে বদলের পরিকল্পনা রয়েছে শাসকদলের বলেই খবর। সভাপতি বদল হতে পারে মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ সাংগঠনিক জেলায়ও।

কেরলের বন্যা দুর্গত এলাকায় উদ্ধার ও
সেবাকাজ শুরু করল ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : কেরালার ওয়েনাড় জেলার কালপেটা ব্লকের মধুমালাই জঙ্গল সংলগ্ন বিশাল এলাকা ভয়াবহ বন্যা ও ভূমিধসে বিপর্যস্ত। বহু গ্রাম সম্পূর্ণ রূপে নদীগর্ভে চলে গেছে। শয়ে শয়ে মানুষ নিখোঁজ। স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি বহু সংখ্যক বাঙ্গালী, অসমীয়া ও ঝাড়খণ্ড থেকে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রাণহানি হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সংঘের ত্রিবান্দম শাখার পক্ষ থেকে দুর্গত এলাকা গুলিতে উদ্ধার কাজ ও ত্রান বিতরনের কাজ শুরু হয়েছে।

চুরামালা মেপ্পাদি,মুন্ডাকাই, চালিয়ার , পতকালী, নিলামবুর, চাম্বুতারা সহ বিভিন্ন গ্রামে ত্রাণ ও সেবা কাজ শুরু হয়েছে। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ বলেন,পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এলাকা অতি দুর্গম হয়ে গেছে। রাস্তা ভেঙে গেছে। ধসে আর কাদাতে এখনও বহু জায়গায় পৌঁছানো যাচ্ছেনা। শ্রমিক যারা বেঁচে আছে তাদের কাজ নেই, আশ্রয় নেই পোশাক নেই খাবার নেই। এই মুহূর্তে তাদের পাশে দাঁড়ানো অতি প্রয়োজন। এই পরিস্থিতিতে সংঘের পক্ষ থেকে আবেদন করা হচ্ছে এই সেবাকাজ চালিয়ে যেতে ও দুর্গত মানুষদের সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিতে সকলে এগিয়ে আসুন।

রেশন দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের
দুই হেভিওয়েট নেতা গ্রেফতার

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার আরও দু'জন। তাঁরা হলেন দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুর রহমান এবং তাঁর ভাই আলিফ নুর ওরফে মুকুল রহমান। সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির দফতের হাজিরা দিয়েছিলেন তাঁরা। প্রায় ১৪ ঘণ্টা তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গ্রেফতার করা হয়েছে বৃহস্পতিবার রাতে।

গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রেশন দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি চালাচ্ছে ইডি। সেই সূত্রে ওই মামলায় ধৃত বাকিবুর রহমান ঘনিষ্ঠ দেগঙ্গার তৃণমূল নেতা আনিসুরকেও সিজিও কমপ্লেক্সে তলব করে তাঁরা। একই সঙ্গে বাকিবুরের আত্মীয় আলিফ নুর যিনি আবার আনিসুরের ভাই, তাঁকেও তলব করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। অবশেষে তাঁদের দুজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ইডির দফতরে হাজিরা দেওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আনিসুর স্পষ্ট বলেছিলেন,আমি কোনও ব্যবসার মধ্যে ছিলাম না। আমি রাজনীতি করি। রাজনীতি বুঝি। তবে বসিরহাট, বারাসত, রাজারহাটের একাধিক অফিস, ফ্ল্যাটে অভিযান চালিয়ে একাধিক নথি হাতে এসেছে বলে দাবি ইডির।

এরপর ৩ পাতায়

মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অধীর কি এবার ত্রিপুরাবাসী হতে চলেছেন?

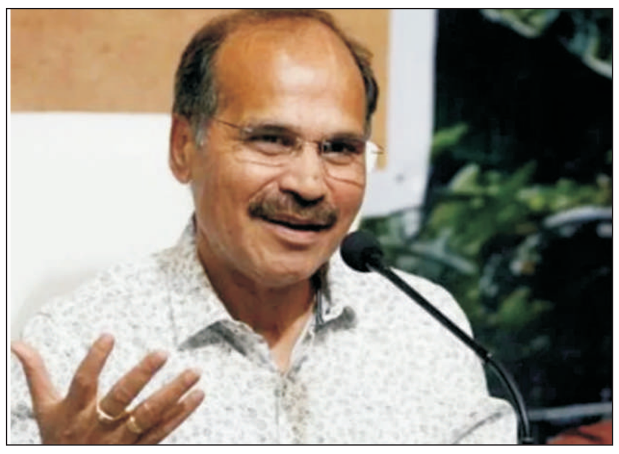

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অধীর কি এবার ত্রিপুরাবাসী হতে চলেছেন? জোর জল্পনা রাজধানীর রাজনৈতিক মহলে। অধীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যখন নানারকম কাটাকুটির খেলা চলছে, তখনই দিল্লির গেরুয়া শিবিরের তরফে ভাসিয়ে দেওয়া একটি খবর জল্পনা আরও বাড়িয়েছে। সূত্রের খবর, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন ।প্রদেশ কংগ্রেসের এক নেতার কথায়, এআইসিসির মনোভাব বরাবর এরকমই। সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী জোট পোক্ত করাটাই এখন অগ্রাধিকার। তার সঙ্গে জুড়েছেন প্রদীপ ভট্টাচার্য, শুভঙ্কর সরকাররাও। যাঁরা তৃণমূলের সঙ্গে জোটে আগ্রহী। ফলে ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটের আগে কংগ্রেস যে তৃণমূলের সঙ্গে পুরোদস্তর সমঝোতা করে চলতে চাইছে তা স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে প্রবল তৃণমূল-বিরোধী অধীরের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকারে চলে যাবে ।এবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। অধীর যদি পদ্মে নাম লেখান সেক্ষেত্রে বিপ্লব দেবের খালি আসনটি থেকে তাঁকে রাজ্যসভায় নিয়ে যাওয়ার চিন্তাভাবনা শুরু করেছে গেরুয়া শিবিরের শীর্ষনেতৃত্ব। আগেই শোনা গিয়েছিল, বহরমপুরের প্রাক্তন সাংসদকে নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরে। তাঁকে দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। আগেও ২০১৮ সালে একবার একই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি রাজি হননি। ২০১৯ সালে নির্বাচিত হয়ে লোকসভার কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতা হন। কিন্তু এবার বিজেপির থেকে প্রস্তাব এলে অধীর কি তা ফিরিয়ে দিতে পারবেন? শুরু হয়েছে জল্পনা। কারণ তিনি এখন সাংসদ নন। প্রদেশ সভাপতির পদ নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চিয়তা। তাই বাংলায় সাংগাঠনিক শক্তি বাড়াতে অধীরকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করতেও পারেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।জানা যাচ্ছে, সম্প্রতি সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন বর্ষীয়ান নেতা। সেই সময় তিনি কংগ্রেস নেত্রীকে বলেন, লোকসভা ভোট চলাকালীন জয়রাম রমেশ ও কেসি বেনুগোপাল লাগাতার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গুণগান গেয়েছেন। যা সোনিয়াও নাকি বিস্ময় প্রকাশ করেন। তিনি আরও বিস্মিত হন কে সি বেনুগোপালের ভূমিকা নিয়েও।

এরপর ৩ পাতায়

জলমগ্ন বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া অঞ্চলের আমঝাড়া গ্রামের উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ প্রাইমারি স্কুল। প্রতিবছরের বর্ষাকালের জলমগ্ন হয়ে যায় বলে জানিয়েছে গ্রামবাসীরা, কারণ জল নিকাশের ব্যবস্থা নেই। প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই বলে অভিযোগ।

টেন্ডার

TENDER NOTICE

E Tender is invited though online Bid System vide **NIeT No. 01/3rd Call/Rampara-IGP 2024-25** & **NIeT No 02/2nd Call/Rampara-IGP 2024-25** and **NIeT No 03/2nd Call/Rampara-IGP 2024-25** With Vide **Memo No. - 195/Ram-I/15th CFC (Tied)/2024-25, 196/Ram-I/15th CFC (Untied)/2024-25** & **197/Ram-I/15th CFC (Tied)/2024-25 Dated:- 01/08/2024** by the Prodhan Rampara-I Gram Panchayat. Last date of Application **09/08/2024 up to 2.00 pm Hours.** Interested contractors please visit **htpp://wbtenders.gov.in**

লাগাতার বৃষ্টির জেরে

রেল লাইনের ধারে হঠাৎ নামলো ধস ঘটনা চন্দননগর

হুগলি: নিউজ সারাদিন : গত তিন দিনে প্রবল বর্ষনের পলে দিকে দিকে রাস্তা ডুবে গিয়েছে জলের তলায়। আর এই পরিস্থিতিতেই আবার বিপদের মুখে রেল। হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের চুঁচুড়া ও চন্দননগরের মধ্যে রেললাইনে ধস। বৃহস্পতিবারই বিষয়টি সামনে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর , ওই রেল লাইনের পাশেই রয়েছে একটি পুকুর। তাই ভারী বৃষ্টি হলে মাটি আলগা হয়ে যায়। ভেঙে যায় রেল লাইনের পাশের জায়গা। পরপর রেল দুর্ঘটনায় এমনিই আতঙ্কিত সকলে। এই আবহে রেল লাইনের পাশের মাটি ধসতে দেখেই স্থানীয়রাই খবর দেন রেলকে। রেলকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান।

জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার চুঁচুড়া স্টেশনে ঢোকার আগে হোম সিগন্যালের কাছে দুন এক্সপ্রেস দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার পর কিছুক্ষণ পর ধীরে ধীরে ট্রেন পাস করানো হয়। বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নজরে আসতে থার্ড লাইন দিয়ে কোনও ট্রেনই চলাচল করেনি। তারপরেই রেলকর্মীদের দেখাশোনা করে আবার থার্ড লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।বৃষ্টির মধ্যেই রেলের ইঞ্জিনিয়াররা এসে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়েছেন। আপাতত আপ লাইনে ধীর গতিতে পাস করানো হচ্ছে ট্রেন।

রাজ্যপাল সম্মেলনের উদ্বোধন করলেন রাষ্ট্রপতি

নতুন দিল্লি, ০২ আগস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মু নতুন দিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ রাজ্যপাল সম্মেলনের উদ্বোধন করেছেন। কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিন্যাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় সহ সাধারণ মানুষের জন্য কল্যাণকর কর্মসূচির প্রসারেও এই সম্মেলনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উদ্বোধনী ভাষণে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই সম্মেলনের আলোচ্যসূচির নির্বাচিত বিষয়গুলি জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। উপরাষ্ট্রপতি শ্রী জগদীপ ধনখড়, রাজ্যপালদের শপথের উল্লেখ করেন। সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পগুলি সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করতে রাজ্যপালদের সাংবিধানিক দায়িত্বের দিকও তুলে ধরেন তিনি। তার পাশাপাশি গত এক দশকে দেশে যে অসাধারণ উন্নয়ন ঘটেছে সে সম্পর্কেও জনসাধারণকে ওয়াকিবহাল করার উপরেও তিনি গুরুত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে কার্যকরী সেতুবন্ধ গড়ায় রাজ্যপালদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কথা বলেন। সেইসঙ্গে জনসাধারণ এবং সামাজিক সংগঠনগুলিকেও অনগ্রসরশ্রেণী মানুষের কল্যাণে যুক্ত হতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজ্যপালের পদ একটা গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদ, যা রাজ্যের মানুষের বিশেষত আদিবাসী এলাকায় কল্যাণকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ দু'দিনের এই আলোচনাচক্রের গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরে রাজ্যপালদের উজ্জীবিত গ্রাম এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী জেলাগুলি নিয়মিত সফর করার আহ্বান জানান। সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থাবোধ গড়ে তোলার পাশাপাশি উন্নয়নমূলক কাজকর্মে শক্তিযোগানোর স্বার্থে তা জরুরি।

রাষ্ট্রপতি সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করে বলেন, ফৌজদারি ন্যায় বিচার সংক্রান্ত তিনটি নতুন আইনের রূপায়ণ দেশের বিচার ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম - আইনের এই নতুন নামকরণের মধ্য দিয়ে বোঝা যায় আমাদের চিন্তাধারায় পরিবর্তন এসেছে। রাষ্ট্রপতি বলেন, সুষ্ঠ গণতন্ত্রের স্বার্থে রাজ্যগুলির সঙ্গে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির ভালো সমন্বয় রক্ষা করা দরকার। তিনি বলেন, রাজ্যপালদেরও ভেবে দেখা উচিত, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে এই সমন্বয়কে কিভাবে তারা আরও বেশি প্রসারিত করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ব্যক্তির বিকাশ এবং সামাজিক পরিবর্তনের পাশাপাশি উদ্ভাবন এবং আর্থিক প্রগতির লক্ষ্যে গুণগত উচ্চ শিক্ষাকে এক অভিন্ন সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি বলেন, জাতীয় শিক্ষানীতিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হিসেবে রাজ্যপালদের উচিত তাঁদের নিজের ক্ষমতাবলে এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা।

রাষ্ট্রপতি বলেন, ভারত সরকার দরিদ্রদের উন্নয়নের পাশাপাশি সীমান্ত এলাকা, অনগ্রসর সম্প্রদায় ও এলাকা এবং দেশের উন্নয়নের যাত্রাপথে যেসব মানুষ পিছিয়ে রয়েছেন তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি বলেন, আদিবাসী এলাকায় বসবাসকারী আদিবাসী জনসংখ্যার বিপুল অংশের ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যকে কিভাবে আরও বেশি করে অর্জন করা যায়, তা নিয়ে রাজ্যপালদের নতুন পন্থা পদ্ধতির নির্দেশ দেওয়া উচিত। রাষ্ট্রপতি বলেন, যুব উন্নয়ন এবং যুবদের দ্বারা উন্নয়ন আরও ত্বরান্বিত হতে পারে যদি তাদের শক্তিকে সদর্থক এবং গঠনমূলক কাজের দিকে উৎসাহিত করা যায়। 'মাই ভারত' প্রচারাভিযানকে এই লক্ষ্যে একটি সুচিন্তিত ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেন তিনি। আরও বেশি করে যুব সম্প্রদায় যাতে এতে উপকৃত হন, সেজন্য রাজ্যপালদের উচিত তাদেরকে এ'ব্যাপারে উৎসাহিত করা। 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' প্রচারাভিযানের উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এর ফলে বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মানুষরা একে অন্যকে আরও বেশি করে বুঝতে পারছেন। তিনি জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিশ্ব উষ্ণায়নের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় আরও উদ্যোগ গ্রহণের কথা বলেন। 'এক পেড় মা কে নাম' এই প্রচারাভিযানে সাধারণ মানুষকে আরও বেশি করে যুক্ত করতে রাজ্যপালদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি জানান। রাষ্ট্রপতি বলেন, প্রাকৃতিক উপায়ে চাষবাসে উৎসাহ দিয়ে আমরা মাটির উর্বরাশক্তি এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করতে পারি। জনকল্যাণে এবং মানুষের পরিষেবায় রাজ্যপালরা কাজ করলে তাঁদের শপথের সাথে ন্যায় বিচার করা হয় বলে রাষ্ট্রপতি জানান।

এই সম্মেলনে রাজ্যপালরা আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপরে তাঁদের বক্তব্য জানাবেন। সম্মেলনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ছাড়াও মন্ত্রকের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। রাজ্যপালদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রস্তাবসমূহ ৩ অগাস্ট, সমাপ্তি অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হবে।

ইজরায়েলের তেল আবিব থেকে

দেশে চলাচলকারী সব বিমানের যাত্রা আট আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : শুক্রবার এয়ার ইন্ডিয়ার তরফ থেকে বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে উত্তেজনা এখনো অব্যাহত আছে। সে কারণে ইজরায়েলের তেল আবিব থেকে দেশে চলাচলকারী সব বিমানের যাত্রা আট আগস্ট পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়ার ওই বিবৃতিতে আরো জানানো হয়েছে, মধ্যপ্রাচ্যের কিছু অংশে এই পরিস্থিতির কারণে বিমান যাত্রা স্থগিত রাখা হচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করা হবে। বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া ক্রমাগত পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে। পুনর্নির্ধারণ ও বাতিলের চার্জও এককালীন মুকুব করা হচ্ছে বলে জানা গেছে ওই বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

এই বিমান সংস্থার ওয়েবসাইটে বলা হয়েছে ১আগস্ট দিল্লি থেকে তেল আবিব AI140 এবং তেল আবিব থেকে দিল্লি AI139 ফ্লাইট বাতিল করেছে। যেসব যাত্রী এই দুই ফ্লাইটের টিকিট বুকিং নিশ্চিত করেছিলেন তাদের পুনর্নির্ধারণ এবং বাতিলের চার্জ এককালীন মুকুব করা হয়েছে। এই অসুবিধার জন্য এয়ার ইন্ডিয়ার তরফ থেকে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে।

এয়ার ইন্ডিয়া তরফ থেকে বলা হয়েছে "অতিথি ও স্ক্রুদের নিরাপত্তা প্রধান অগ্রাধিকার। আরো তথ্যের জন্য দেওয়া একাধিক নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে "। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দিল্লি থেকে তেল আবিবের মধ্যে প্রতি সপ্তাহে এয়ার ইন্ডিয়া চারটি ফ্লাইট চালায়।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানে সমর্থন জানাতে দেশবাসীর কাছে আবেদন

নয়াদিল্লি, ০২ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়ার জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন এবং দেশকে তিরঙ্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াসের কথা স্মরণ করেছেন। শ্রী মোদী ৯ - ১৫ অগাস্টের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলন করে হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে সমর্থন জানানোর জন্য দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছেন এবং তাঁদের সেলফি harghartiranga.com-তে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে বলেছেন।

সামাজিক মাধ্যম এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "পিঙ্গালি ভেঙ্কাইয়াজিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে স্মরণ করছি। আমাদের তিরঙ্গা দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর প্রয়াস সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

হর ঘর তিরঙ্গা অভিযানকে সমর্থন জানান এবং ৯ - ১৫ অগাস্টের মধ্যে প্রত্যেক বাড়িতে তিরঙ্গা উত্তোলন করুন! আপনার সেলফি harghartiranga.com-এ সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ভুলবেন না"।

১-ম পাতার পর

জিএসটি ইস্যু সহ একাধিক বিষয় মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড: সুকান্ত মজুমদার

দেওয়া নয়। মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ, নোংরা রাজনীতির পরিচয়। জিএসটি থেকে টাকাতেই রাজ্যে লাভ হয়। জি এস টি বাড়ার ফলে রাজ্য সরকার টেনেটুনে চলছে বলে কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত মজুমদার প্রশ্ন তুলেছেন যে শিলিগুড়িতে ডেপুটি মেয়রের দেড় হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি কিভাবে হয়? তৃণমূল পয়সা ছাড়া থাকতে পারেনা তাই গরু ও কয়লা পাচারের সাথে তারা যুক্ত আছে।

১-ম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন দফতরের সচিব পর্যায়ে রদবদল হল নবান্নে

ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ দফতর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি পালন করবেন কলকাতা মিউনিসিপ্যাল অথরিটির সিইওর দায়িত্বও। জনশিক্ষা ও গ্রন্থাগার দফতরের সচিব স্মরিকা মহাপাত্রকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দফতরে পাঠানো হয়েছে। ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের সচিব রশ্মি কমলকে পাঠানো হয়েছে পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন দফতরে। নেতাজি সুভাষ প্রশাসনিক ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত গোদালা কিরণ কুমারকে ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে বিশেষ সচিব করা হয়েছে।বুধবার শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব মণীশ জৈনকে তাঁর দফতর থেকে সরিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের সচিব করা হয়েছে। শিক্ষা দফতরের নতুন প্রধান সচিবের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বিনোদ কুমারকে। বিনোদ আগে ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের সচিব। সেই দফতরের নতুন সচিব করা হয়েছে গুলাম আলি আনসারিকে। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের সময় থেকে মণীশ শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিবের দায়িত্বে ছিলেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দায়িত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে আইএএস পিবি সেলিমের। আগেকার দফতরগুলির সঙ্গে তাঁকে এ বার সামলাতে হবে সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের কাজও। সেলিম মুখ্যমন্ত্রীর দফতরের সমন্বয় সচিব। তা ছাড়া রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের অধিকর্তা। সেই দায়িত্বের পাশাপাশি আরও নতুন দু'টি দায়িত্ব সামলাতে হবে তাঁকে। গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তথা জিটিএ-র সচিবও বদল করা হয়েছে। নতুন জিটিএ সচিব করা হয়েছে বিজয় ভারতীকে।

১-ম পাতার পর

কেন্দ্রীয় আবাস যোজনা টাকা খরচের অস্বচ্ছতার অভিযোগে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ রাজ্যের কাছে রিপোর্ট চাইলো

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা টাকা গরিব মানুষের বাড়ি বানানোর জন্য দেওয়া হয়। কিন্তু এলাকার পঞ্চায়েত প্রধান ভুয়ো নথির মাধ্যমে স্বজন-পোষণ ও সেই টাকার অপব্যবহার করে চলেছেন। এই বিষয় কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন নোয়ার হোসেন লস্কর নামে ওই ব্যক্তি।

শুক্রবার এই মামলার শুনানি কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে ওঠে। মামলাকারীর আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এদিন আদালতে বলেন এই পরিষেবা প্রাপক জাহানারা বিবি নামে ৭২ বছরের বৃদ্ধা। তার বদলে একটি বাচ্চা মেয়ের ছবি রয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় আবাস যোজনা টাকা নিয়ে কিভাবে স্বজন পোষণ করা হয়েছে। এই ঘটনায় কার্যত দায়ী ওই পঞ্চায়েত প্রধান। আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় আরো জানান, ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্যে জানা গেছে সেরিনা বিবির নামে ২৯টি শৌচাগার বানানোর টাকা দেওয়া হয়েছে। যা সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক। সবকিছু শোনার পর আদালত রাজ্যের কাছে রিপোর্ট তলব করেছে। এই ঘটনায় আবারও একবার হাইকোর্টের কাছে ধাক্কা খেল রাজ্য সরকার।

২ পাতার পর

রেশন দুর্নীতি মামলায় তৃণমূলের দুই হেভিওয়েট নেতা গ্রেফতার

এমনকী তাঁর ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা ও সোনার বিস্কুট। সেসবের উৎস জানতে চান তদন্তকারীরা। যার উত্তর মেলেনি। চলতি সপ্তাহে আবার এই মামলার তদন্তে রাজ্যের অন্তত ১০টি জায়গায় হানা দেয় ইডি। তবে তাঁদের মূল নজর ছিল জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বারিক বিশ্বাসের দিকে। তাঁর বাড়ির পাশের একটি রাইস মিলসহ, বারাসত, বসিরহাটের একাধিক ঠিকানায় চলেছে তল্লাশি অভিযান।

২ পাতার পর

মুর্শিদাবাদ ছেড়ে অধীর কি এবার ত্রিপুরাবাসী হতে চলেছেন?

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে অবশ্য মনে করেন, বেনুগোপালের ভূমিকা নিয়ে সনিয়ার বিস্ময়ের কারণ নেই। অধীর চৌধুরীকে কংগ্রেস লোকসভার নেতা করার পর থেকেই মণীশ তিওয়ারি, আনন্দ শর্মা ও কে সি বেনুগোপাল যে লাগাতার বিরোধিতা করে গেছেন, তা দিল্লিতে সুবিদিত। জাতীয় কংগ্রেসের এখন যা গতিবিধি ও মনোভাব তাতে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গেই সমঝোতা করে চলতে চান জয়রাম রমেশরা।

২ পাতার পর

ধসকবলিত এলাকা থেকে যখন একের পর এক দেহ উদ্ধার হচ্ছে

ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেপ্পাড়ির পঞ্চায়েত প্রধান জানিয়েছেন, যে চার জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে এক জনকে তিনি চেনেন। তাঁর নাম জনি। ওই এলাকায় তাঁর জমিজমাও রয়েছে। বাকি তিন জন জনির পরিবারের সদস্য বলেই মনে করা হচ্ছে। ধসের পর উদ্ধার হওয়া বাসিন্দাদের পারাভেট্টিকুন্নু থেকে ত্রাণশিবিরে পাঠানো হয়েছিল আগেই। শুক্রবার থেকে পারাভেট্টিকুন্নুর ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলিতে তল্লাশি চালানোর সময়েই এই চার জনকে দেখতে পান উদ্ধারকারীরা। চূড়ালমালার এক প্রশাসনিক আধিকারিক জানিয়েছেন, মনে করা হচ্ছে, ধসের সময় উঁচু কোনও জায়গায় সরে গিয়েছিলেন জনি ও তাঁর পরিবার। ফলে বেঁচে গিয়েছেন তাঁরা।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২১১ সংখ্যা ০৩ আগস্ট, ২০২৪ শনিবার ১৮ শ্রাবণ, ১৪৩১

কৃষকদের থেকে সরাসরি সবজি কিনবে রাজ্য, চালু হচ্ছে একশোটি ক্রয়কেন্দ্র

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : শাকসবজির ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির হাত থেকে রাজ্যবাসীকে মুক্তি দিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন ১০০টি ক্রয়কেন্দ্র খুলতে করতে চলেছে কৃষি বিপণন দফতর। এই ক্রয়কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনে সুফল বাংলার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বাজারদরের থেকে কম দামে বিক্রি করা হবে বলে রাজ্যের কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্না জানিয়েছেন। এগুলি চালানো হবে সেলফ হেল্প গ্রুপ বা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে। ফলে তারাও এক্ষেত্রে উপকৃত হবেন। ইতিমধ্যে এ ধরনের চল্লিশটি ক্রয়কেন্দ্র রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে। মন্ত্রী জানিয়েছেন, নতুন এই ১০০টি কেন্দ্রের কুড়িটি তৈরি হবে পূর্ব মেদিনীপুরে, চারটি হবে উত্তর ২৪ পরগনায়। এছাড়া, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও কোচবিহারে এই ধরনের কেন্দ্র তৈরি হবে দুটি করে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, দার্জিলিং, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ও হাওড়ায় এই ধরনের কেন্দ্র থাকবে একটি করে। মন্ত্রী আরও বলেন, এই ক্রয়কেন্দ্রগুলিতে এটা নিশ্চিত করা হবে, যাতে চাষিরা তাদের সবজির সঠিক মূল্য পায়। বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যখন বাজারে সবজির দাম চড়া তখনও সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না চাষিরা। এখানে তেমনটা হবে না। কৃষকদের কাছ থেকে কেনা সবজি সরাসরি সুফল বাংলাতেই বিক্রি করা হবে, যা রাজ্যের সাধারণ মানুষ বাজারমূল্য থেকে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ কম দামে কিনতে পারবেন।

একইসঙ্গে মন্ত্রী জানান, বর্তমানে বাজারদর নিয়ন্ত্রণে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা সুফল বাংলাগুলিরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। রাজ্যে এই মুহূর্তে ৪৯৩ সুফল বাংলার স্থায়ী কেন্দ্র রয়েছে। এগুলি কলকাতা ও সংলগ্ন শহরতলি-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে। এছাড়া, ১১০টি অস্থায়ী ভ্রাম্যমাণ কেন্দ্রও রয়েছে রাজ্যে। পাশাপাশি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই ধরনের ১৮৬টি অস্থায়ী কেন্দ্র চালানো হচ্ছে।

সম্পাদকীয়

গত ১০ বছরে এই ভূমিকায় কখনও দেখা যায়নি অভিষেককে

তৃতীয় নরেন্দ্র মোদী সরকারের শুরু থেকে ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ তথা দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সংসদে যে ভূমিকা নিচ্ছেন, তা দেখে তৃণমূলের অনেকেই মানছেন, গত ১০ বছরে এই ভূমিকায় কখনও দেখা যায়নি তাঁকে।তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীকরণের প্রশ্নেও সংসদে অভিষেকের ভূমিকাকে 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন দলেরই প্রথম সারির অনেকে। দলের প্রথম সারির এক নেতার বক্তব্য, "২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে অভিষেক যা বলেছিলেন, তার দু'টি দিক রয়েছে। এক, বিনয়ী হয়েও অভিষেক বলেছিলেন, মানুষের আশীর্বাদে তৃণমূল এখন সংসদে বিরোধীদের মধ্যে তৃতীয় শক্তিধর। লোকসভা এবং রাজ্যসভা মিলিয়ে সাংসদ সংখ্যা ৪২। একই সঙ্গে তিন মাসে সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক সংস্কারের বার্তা দিয়েছিলেন। যার অর্থ স্পষ্ট সংগঠনে তাঁর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। সাংসদ সংখ্যা নিয়ে ধর্মতলায় যা বলেছিলেন, সংসদের ভিতরে-বাইরে সেই মেজাজেরই প্রতিফলন ঘটাচ্ছেন তিনি।"

আশ্চর্য নয় যে, সংসদে সেনাপতির নতুন ভূমিকাকে তৃণমূলের অনেকেই জাতীয় রাজনীতির উঠোনে 'অভিষেকের নবনির্মাণ' বলে অভিহিত করছেন।এতটাই যে, দলের অনেকের মতে, অভিষেকই এখন তৃণমূলের সংসদীয় দলের 'অঘোষিত' নেতা। তাঁর সক্রিয়তার জেরে কার্যত ম্লান লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন দলের অন্দরে অভিষেকের 'আস্থাভাজন' বলেই পরিচিত।

বাজেটের উপর বক্তৃতায় তৃণমূলের তরফে অভিষেকই ছিলেন প্রথম বক্তা। বক্তৃতার আগের দিন নিজেই তা ঘোষণা করেছিলেন। সেই বক্তৃতার 'ঝাঁজ' নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। শুধু বক্তৃতা নয়। সংসদের বাইরে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময়েও মোদী তথা বিজেপি-বিরোধিতায় যে 'আগ্রাসী' রূপ অভিষেক দেখাচ্ছেন, তাতে আরও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে গত ১০ বছরের সঙ্গে এ বারের সাংসদ অভিষেকের ফারাক।সংসদের অধিবেশন শুরুর পর থেকেই অভিষেক নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। কখনও স্পিকার নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের প্রার্থী ঘোষণা করে দেওয়াকে সোজাসুজি 'একতরফা' সিদ্ধান্ত বলে দিয়েছেন, আবার কখনও বলেছেন, বিজেপি তথা এনডিএ-র খাতায়কলমে যে সংখ্যা রয়েছে, তা আরও কমে যাবে এই ভয়ে স্পিকার নির্বাচনে কেবল ধ্বনিভোট নেওয়া হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক্স যন্ত্রে বোতাম টেপার দিকে হাঁটেনি বিজেপি।

অভিষেকের এই ভূমিকাকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করছে রাজনৈতিক মহল। এক, অভিষেক পরতে পরতে বুঝিয়ে দিতে চাইছেন, বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র মধ্যে কংগ্রেসের 'দাদাগিরি' (দিল্লির রাজনীতির পরিভাষায় 'বিগ ব্রাদার অ্যাটিটিউড') চলবে না। দুই, জাতীয় রাজনীতির উঠোনে তৃণমূলকে 'প্রাসঙ্গিক' রাখার কাজে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। আর সেই কাজে নিজে একেবারে সামনের সারিতে থাকা। এ কথা ঠিক যে, স্পিকার নির্বাচনের সময়ে কংগ্রেসের ঘোষণাকে যে ভাবে 'একতরফা' বলেছিলেন অভিষেক, তাতে চাপে পড়েছিলেন রাহুল গান্ধীরাও। অনেকের মতে, সে কারণেই রাহুল কার্যত বাধ্য হয়েছিলেন অভিষেকের সঙ্গে সংসদ ভবনের ভিতরে বসে পৃথক ভাবে কথা বলতে। সেই সময়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও রাহুলের ফোনে কথা বলিয়েছিলেন অভিষেক। সেই আলোচনা হয়ে যাওয়ার পর অভিষেক গোঁ ধরে থাকেননি। বরং কংগ্রেসের থেকে বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে বলেছেন, "বিজেপি স্পিকার নির্বাচনে ভোটাভুটি করতে ভয় পেয়েছে।" রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, এই ক্ষেত্রেও অভিষেক দু'টি বার্তা দিতে চেয়েছিলেন। এক, বিজেপি-বিরোধী পরিসরে তৃণমূলের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছেন এবং দুই, পাশাপাশিই বিজেপি-বিরোধী অবস্থানে কোনও ফাঁক রাখেননি।তবে সংসদে যে 'নতুন' অভিষেককে দেখা যাচ্ছে, তার নেপথ্যের কারণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তৃণমূল তো বটেই, বিজেপিরও অনেকে তাঁদের মতো করে 'নতুন' অভিষেকের বিষয়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। তৃণমূলের এক তরুণ সাংসদের কথায়, "মাঝেমাঝে বোঝাই যাচ্ছে না, লোকসভায় আমাদের দলনেতা কে! সুদীপদা (বন্দ্যোপাধ্যায়) না কি 'এবি' (অভিষেকের নাম এবং পদবির আদ্যক্ষর মিলিয়ে দলে তিনি এই নামেই পরিচিত)!" আবার তৃণমূলের এক প্রবীণ সাংসদের কথায়, "অভিষেকের শরীরী ভাষায় স্পষ্ট, সংসদে তিনি আগের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় থাকছেন এবং থাকবেন। এক দিকে যেমন জাতীয় রাজনীতিতে নিজেকে তুলে ধরার তাগিদ রয়েছে, তেমনই রাহুল গান্ধীর সঙ্গেও যে 'অলিখিত' প্রতিযোগিতা রয়েছে, তা স্পষ্ট।" দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় দরাজ শংসাপত্র দিয়েছেন, "বকেয়ার দাবিতে দিল্লিতে অভিষেকের আন্দোলন এবং তার পর ব্রিগেডের সমাবেশ এবং লোকসভা ভোটের ফলাফল্ভ অভিষেক সাফল্যের সঙ্গে তাঁর কাজ করে ফেলেছেন। এখন তিনি সংসদে যে বেশি বেশি করে সময় দেবেন সেটাই স্বাভাবিক।" তবে লোকসভায় অভিষেকের ১০ বছরের 'নিষ্ক্রিয়তা' এবং এ বারের 'সক্রিয়তা' নিয়ে তুলনামূলক কোনও ব্যাখ্যায় সৌগত যেতে চাননি।

তৃণমূলের মতো বিজেপি-ও অভিষেকের 'সক্রিয়তা'র উপর নজর রাখছে। শুধু তা-ই নয়। দিল্লির রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল পদ্মশিবিরের নেতারা নিজেদের মতো করে অভিষেকের ভূমিকার ব্যাখ্যা করছেন। প্রাক্তন আমলা তথা বর্তমানে জেপি নড্ডা-ঘনিষ্ঠ এক বিজেপি নেতার বক্তব্য, "গত দুই মেয়াদে আমাদের যে সংখ্যা ছিল, তাতে বিরোধীদের কথা বলাই সার হত। কিন্তু এ বার তা নয়। এ বার সংখ্যার নিরিখে আমরা কিছুটা হলেও নড়বড়ে। আমাদের শরিকি নির্ভরতা রয়েছে। আমার ধারণা, অভিষেক সেটার সুযোগ নিয়েই খোলস ছাড়ছেন।" এই সমীকরণ ধরেই তৃণমূলের এক প্রাক্তন সাংসদ বলেন, "রাজনীতিতে কখন কী হবে কেউ হলফ করে বলতে পারে না। এই সরকার যদি পুরো মেয়াদ না টেকে, তা হলে তৃণমূলের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হবে। হতে পারে, সেই সব অঙ্ক কষেই অভিষেক সলতে পাকানোর কাজ শুরু করে দিয়েছেন।"

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

মরিচ ঝাঁপির ইতিহাসে রক্তে ছাপ আজও মুছে যায়নি ইতিহাসের পাতা থেকে।এই মরিচঝাঁপি থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন এক বৃদ্ধা, তিনি আজ এই পৃথিবীতে নেই। তিনি আমঝাড়া হাটখোলাতে বসবাস করতেন অঞ্জলি সরকার।বনবিবি দেবীর রক্ষা করেছিলেন তার পরিবারকে, একথা তার মুখ থেকে প্রকাশ পেয়েছিল নেওয়া সাক্ষাৎকারে বহু বছর আগেকার কথা।হেদিয়ার দুখিরাম সরদারকে স্বয়ং মা বনবিবি তাকে রক্ষা করেছিলেন। **ক্রমশঃ**

সতর্কীকরণ

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

জেনেছি যেমন রাধা ও কৃষ্ণ লীলা। আজকে জানবো কি ভাবে ভগবানকে ভক্তি ভরে ডাকলে ভগবানের সাক্ষাত পাওয়া যায়। ভক্ত সুরদাস জন্ম থেকেই অন্ধ। তার দেখা শোনার জন্য কোনো লোক থাকত না। লাঠি হাতে কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে ভ্রমণ করে বেড়ায়। সংসারে একা দরিদ্র ভিক্ষুক। কোনো দিন খাবার জোটে আবার কোনো কোনো দিন জোটে না। কিন্তু তার দারিদ্রতা তার মনের আনন্দকে হরণ করতে পারে নি। কিন্তু তার মনের আত্মা পড়ে থাকে কৃষ্ণ নামে। মুখে দারিদ্র ভাব থাকলেও মনে আছে গম্ভীর আনন্দ এর সুখ। সে ঠিক করে যে করে হোক কৃষ্ণ দেখা পেতেই হবে। সে মনে করে কৃষ্ণ দেখা না পেলে তার জীবন বৃথা।

তাই সে রওনা হয় মথুরা পথে। অন্ধ হওয়া সত্ত্বেও সে কেবল মাত্র লাঠি কে অবলম্বন করে মথুরা পথে গমন করে আর মুখে কৃষ্ণ নাম। রাস্তা তে কোনো বাঁধা বিপত্তি তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। সে কৃষ্ণ নাম জপ করতে করতে গভীর অরন্যে প্রবেশ করে। আর রাস্তায় কোনও লোকের দেখা পেলে জিজ্ঞেস করে ভাই মথুরা কতো দূর। কেউ কেউ তার প্রশ্নের উত্তর দেয় আবার কেউ কেউ দেয় না। বন্য পশুর পদধ্বনি শুনলেও জিজ্ঞাস করে মথুরা কত দূর। পথে মাঝে মাঝে কেউ জল দেয়, রুটি দেয়, পথে কেউ কেউ বলে মথুরা তো অনেক দূর তাতেও সে বলে প্রভুর দেখা পেতেই হবে। কঠিন পথ পার হতে গিয়ে অনেক বাধা বিপত্তি পার হতে গিয়ে অনেক আঘাত পেয়েছে কিন্তু তাতেও মুখে কৃষ্ণ নাম নিয়ে এগিয়ে চলে। তার মনে আনন্দের জোয়ার মথুরাতে প্রভু কে দর্শন করবে। সব দুঃখ কষ্ট মুছে যায়। গভীর আনন্দ তাকে এত টাই দুর্বল হয়ে যায় যে চলতে চলতে মানুষহীন এক অরন্যে এসে পৌঁছায়। আর লক্ষহীন ভাবে এক কুঁয়োতে পড়ে যায়। কিন্তু সে আনন্দে গান গেয়ে যায় আর মুখে কৃষ্ণ নাম। কিন্তু কয়েক দিন পর ক্ষুধায় তার জীবন অনাড়ম্বর হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সে এক বালক কে দেখতে পেলো, এক ঘটি দুধ নিয়ে বনের মধ্যে যাচ্ছিলো। গো গো শব্দ শুনে আসে। আর একটি লতা দিয়ে তাকে ওপরে তুলে আনে। আর বলে আমার জীবন দাতা তুমি কে, তারপর বালক টি বলে সুর দাস তুমি তিন দিন কিছু খাওনি এই নাও দুধ টুকু খাও।তারপর দুধ পান করে বালকটির হাত ধরতেই তার সারা শরীর রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে এবং নয়ন ভোরে জল পড়তে শুরু করে। সুর দাস বললো বন্ধু এবার পরিচয় দাও এবার। বালকটি বললো আমি গোয়ালার ছেলে। এই পথে মথুরার উদ্দেশে যে সব যাত্রী যায় তাদের তৃষ্ণা দূর করে থাকি। সুর দাস তার গলা জড়িয়ে ধরে বললো আমি তো সেই গোয়ালার ছেলে কেই করে খুঁজছি। যদি তুমি এসে থাকো তো একবার তোমার শ্রী মুখ খানি দেখাও। বালকটি বললো তুমি তো অন্ধ কি করে দেখবে আমাকে। আচ্ছা আমি তোমাকে দৃষ্টি দান করলাম। চোখে হাত বলাতেই সুর দাসের দৃষ্টি ফিরে আসে, আর সে দেখতে পায় সামনে এক শ্যাম রুপি বালক মাথায় এক ময়ূর পালক, গলাতে বনমালা, কোমরে বাঁশি।সুর দাস মোহিত হয়ে তার পদ চরণে লুটিয়ে পড়ল। বলল দেখা পেয়েছি প্রভু। আমার চোখ আজ ধন্য। আমার প্রথম দেওয়া দৃষ্টি দিয়ে আমি তোমাকেই দর্শন করলাম প্রভু। আজ আমি ধন্য। আর কার রূপ আমি দেখতে চাই না। এই ভাবে সুর দাস শ্রী কৃষ্ণের দর্শন পেয়ে ছিলেন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

হানিয়া 'হত্যাকাণ্ড' যুদ্ধবিরতি জন্য ক্ষতিকর : বাইডেন

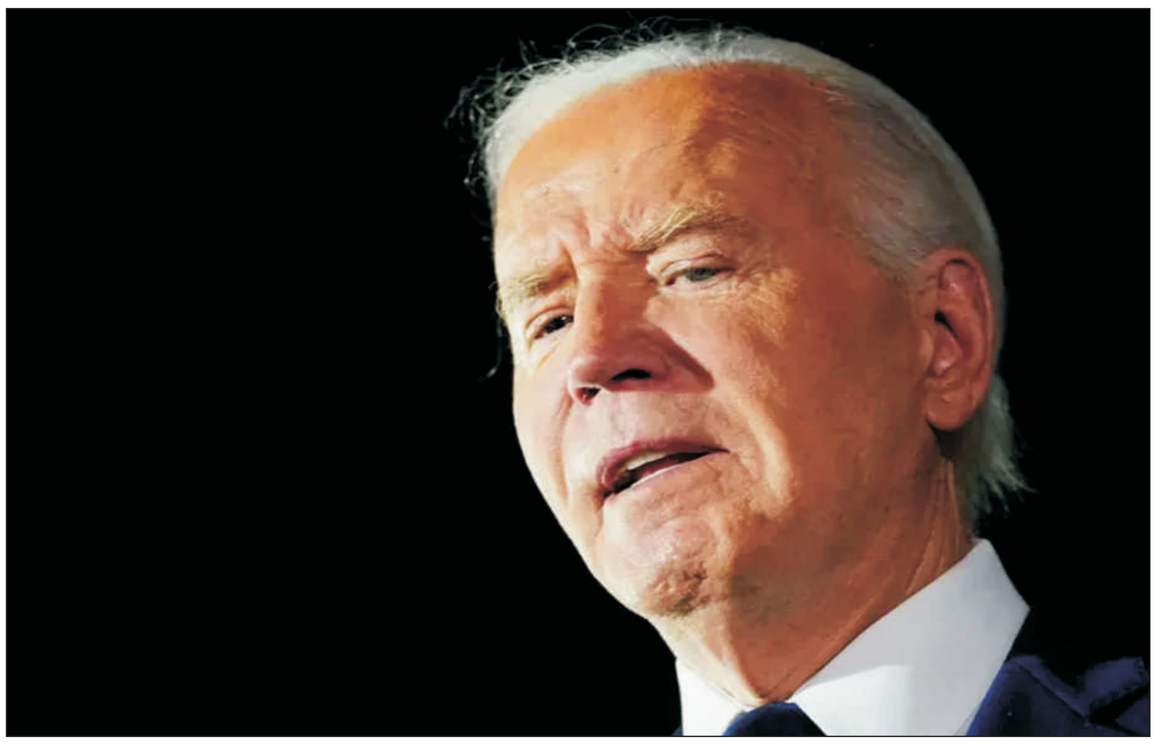

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হামাস নেতা ইসমাইল হানিয়ার হত্যাকাণ্ড গাজায় সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির আলোচনায় বাধা সৃষ্টি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। বুধবার ইরানের রাজধানী তেহরানে সফরকালে হানিয়া নিহত হন।

ইরান ও তার মিত্ররা এই হত্যাকাণ্ডের জন্য ইসরাইলকে দায়ী করেছে। তবে ইসরায়েল এখনও এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি। হানিয়া হামাসের সর্বোচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন এবং কাতারে অবস্থান করে যুদ্ধবিরতি ও জিম্মি মুক্তির আলোচনায় গভীরভাবে জড়িত ছিলেন।

বাইডেন বলেছেন, আমরা যুদ্ধবিরতির জন্য ভিত্তি পেয়েছি। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর এখনই এ বিষয়ে এগিয়ে আসা উচিত। তাদেরও (হামাস) এখনই এটি মেনে নেওয়া উচিত।

ইসরায়েল ও হামাস সম্প্রতি গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য অনেকবার আলোচনায় বসেছে। তবে এই আলোচনায় অগ্রগতির বিষয়ে বিপরীতমুখী বক্তব্য পাওয়া যাচ্ছে। মে মাসের শেষ দিকে বাইডেন ইসরায়েলি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবের শর্তাবলী ঘোষণা করেন। এরপর থেকে কাতার, মিশর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে এটি অনিয়মিত আলোচনার ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চলতি সপ্তাহের শুরুতে ইসরায়েল ও হামাস একে অপরের বিরুদ্ধে আলোচনায় অগ্রগতিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করে। হামাস বলেছে, ইসরায়েল নতুন শর্তাদি যোগ করেছে। আর নেতানিয়াহুর অফিস বলেছে, হামাস ২৯টি দাবি পরিবর্তন করেছে।

অক্টোবরে হামাস ইসরায়েলে নজিরবিহীন আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ১,২০০ জনকে হত্যা করে এবং ২৫১ জনকে গাজায় জিম্মি করে নিয়ে যায়। এই হামলার পর ইসরায়েলের ব্যাপক সামরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। গাজার হামাস-পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, কমপক্ষে ৩৯,৪৮০ ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড্রুজ এয়ার ফোর্স বেসে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় হানিয়ার হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে প্রথম মন্তব্য করেন বাইডেন। তিনি বলেন, তিনি নেতানিয়াহুর সাথে কথা বলেছেন এবং ইরানের সকল হুমকির বিরুদ্ধে ইসরায়েলকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ইরান, হামাসের প্রধান সমর্থক এবং ইসরায়েলের প্রধান শত্রু।হানিয়া হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় তেহরান প্রতিশোধ নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে।

ইসরায়েল হানিয়া হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেনি। তবে নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েল ইরানের প্রক্সি গ্রুপগুলোর ওপর 'কঠোর আঘাত' হেনেছে। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা মধ্যে হানিয়া হত্যাকাণ্ড ঘটে।

গত শনিবার ইসরায়েল অধিকৃত গোলান হাইটসে ফুটবল মাঠে এক হামলায় ১২ শিশু ও যুবক নিহত হয়। ইসরায়েল এর জন্য লেবাননের ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ আন্দোলনকে দোষারোপ করে এবং 'গুরুতর' প্রতিশোধের ঘোষণা দেয়। যদিও হিজবুল্লাহ জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করেছে।

মঙ্গলবার হানিয়ার হত্যার কয়েক ঘণ্টা আগে, ইসরায়েল বৈরুতে হামলা চালিয়ে হিজবুল্লাহর সিনিয়র কমান্ডার ফুয়াদ শুকরকে হত্যা করে। এই ফুয়াদ শুকর গোলান হাইটসে হামলার পেছনে দায়ী ছিল বলে ইসরায়েল দাবি করেছে।

সিনেমার খবর

cinema TV

বিচ্ছেদ গুঞ্জনের মধ্যেই একসঙ্গে মালাইকা-অর্জুন

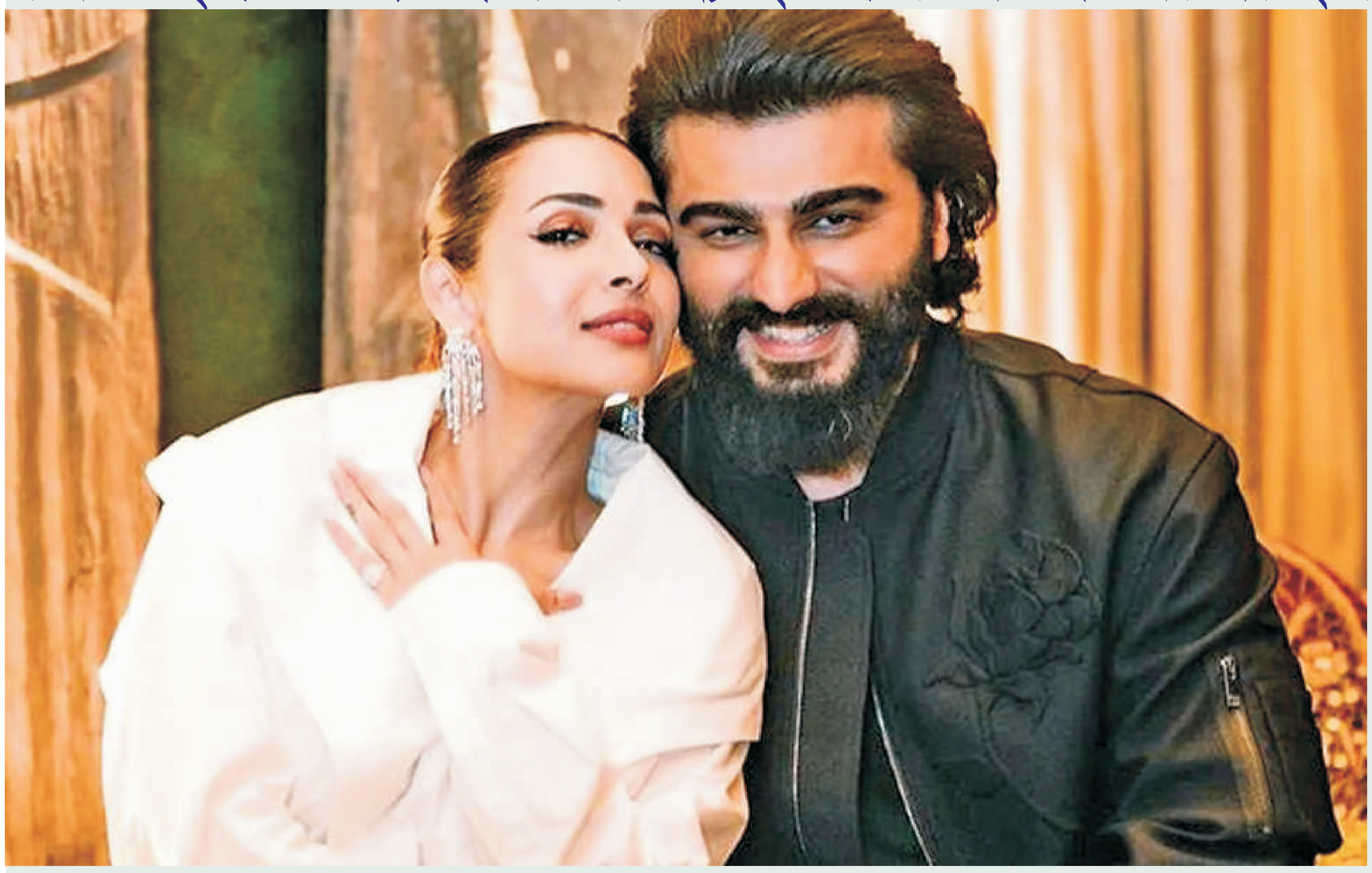

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কয়েক মাস ধরে বলিউড অভিনেত্রী ও মডেল মাইলাকা আরোরা এবং তার বন্ধু অর্জুন কাপুরকে নিয়ে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম যেসব খবর প্রকাশ করেছে, তাতে মনে হয়েছিল এবার বুঝি এ জুটির বিচ্ছেদ হয়েই গেল। কিন্তু সেই ঘটনার বাঁক বদল হয়েছে। মালাইকা ও অর্জুনকে একসঙ্গে পাওয়া গেছে মুম্বাই বিমানবন্দরে। তাদের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সোশাল মিডিয়ায়।

এই খবর চাউর হতেই দুই তারকার সম্পর্ক নিয়ে ফের জল্পনা শুরু হয়েছে। অনুরাগীরা ভাবছেন, তবে কি জোড়া লাগছে অর্জুন-মালাইকার সম্পর্ক! প্রকাশ হওয়া ভিডিওতে দেখা গেছে, আলাদা আলাদা গাড়ি থেকে বিমানবন্দরে নামেন অর্জুন ও মালাইকা। বিমানবন্দরে প্রবেশও করেন আলাদা আলাদা। আলোকচিত্রীদের অনুরোধে ছবিও তোলেন।

ওই ভিডিও দেখে দুইজনের অনুরাগীরা ধরেই নিয়েছেন, সম্পর্ক মেরামতে কোথাও বেড়াতে যাচ্ছেন অর্জুন ও মালাইকা। যদিও সম্পর্কের সমস্যা নিয়ে এখন পর্যন্ত মালাইকা বা অর্জুনের কেউ মুখ খোলেননি। তবে সম্পর্কের দূরত্ব স্পষ্ট হয় গত জুন মানে অর্জুন এবং মালাইকার সোশাল মিডিয়ায় দেওয়া পোস্ট থেকে।

প্রথম পোস্টে অর্জুন লেখেন, "আমাদের হাতে দুইটি বিকল্প আছে। এক- আমরা নিজেদের অতীতে বন্দি হয়ে থাকতে পারি। দুই- ভবিষ্যতের সম্ভাবনাকে গ্রহণ করতে পারি।" পাল্টা পোস্টে মালাইকা বলেন, "যখন কেউ বলবে যে আপনি পারছেন না, ব্যর্থ হয়েছেন, আপনাকে দিয়ে হচ্ছে না, তখন কাজটি নিয়ে দ্বিতীয়বার চেষ্টা করুন।"

এরপর অর্জুনের জন্মদিনেও দেখা মেলেনি মালাইকার। তখন থেকেই বিচ্ছেদ নিয়ে জল্পনা আরো ডালপালা মেলে। অর্জুনের সঙ্গে প্রেম ভাঙা নিয়ে কোনো মন্তব্য না করলেও সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ইঙ্গিত দিয়ে মালাইকা জুন মাসের শেষ নাগাদ ফের একটি পোস্ট দেন। এই অভিনেত্রী বলেন, "আমি ভালবাসার ক্ষেত্রে হাল ছাড়ি না। শেষ অবধি চেষ্টা করে যাই। কিন্তু জানি আমার সীমা কত দূর।'

অর্জুন-মালাইকার সম্পর্কের বয়স ছয় বছর। ২০১৮ সালে মালাইকার ৪৫তম জন্মদিনে নিজের প্রেমের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানিয়েছিলেন অর্জুনকে।

সালমান খানের ভাই আরবাজ খানের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর ১২ বছরের ছোট অর্জুনের সঙ্গে ডেট শুরু করেন মালাইকা। এত বছর একসঙ্গে থাকার পরও তারা বিয়ে করেননি।

দিল্লির রাস্তায় হেনস্থার শিকার বাঙালি অভিনেত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের রাজধানী শহর দিল্লি শহর কি নারীদের জন্য নিরাপদ? এ প্রশ্ন দীর্ঘদিনের। নির্ভয়া কাণ্ড সেই প্রশ্নের এমন উত্তর দিয়েছিল, সারা দেশ স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল।

এ বার বাঙালি অভিনেত্রী তিলোত্তমা সোম সেই দিল্লি শহরেরই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানালেন সংবাদমাধ্যমে। তার ফলে আবার প্রশ্ন উঠল দিল্লি শহরের নিরাপত্তা নিয়ে।

সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিলোত্তমা জানান, এক সন্ধ্যায় বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, কোনও বাস পাচ্ছিলেন না। এদিকে অন্ধকার গাঢ় হতে থাকে। হঠাৎ একটি গাড়ি এসে দাঁড়ায় তার সামনে। গাড়ি থেকে ছ'জন পুরুষ নেমে আসেন। নিরাপত্তার জন্য স্বাভাবিক ভাবেই তাদের থেকে নিজেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে নেন তিলোত্তমা। আর তার পরেই অভিনেত্রীকে নিশানা করেন ওই ছ'জন পুরুষ।

তিলোত্তমা বলেন, 'এর পরেই আমাকে মৌখিকভাবে হেনস্থা করতে শুরু করে ওরা। ওদের মধ্যে একজন পাথরও ছোড়ে। আরও একটু দূরে সরে যাই আমি। বুঝতে পারি, এখান থেকে দ্রুত আমাকে চলে যেতে হবে। কিন্তু ছুটে পালালে, ওরা আমার পিছু নেবে।" বাধ্য হয়ে রাস্তার বেশ খানিকটা মাঝে এসে দাঁড়ান তিলোত্তমা। কিন্তু কোনও গাড়িই দাঁড়াচ্ছিল না। অবশেষে দেখেন একটি গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। গাড়ির সামনের আসনে গিয়েই বসেন তিনি। কিন্তু বুঝতে পারেননি, তার জন্য আরও বিপদ অপেক্ষা করছে।

বাঙালি অভিনেত্রীর কথায়, "কিছুটা দূরে এগিয়ে যাওয়ার পরই। গাড়ির চালকের আসনে বসে থাকা সেই ব্যক্তি আমার হাত আঁকড়ে ধরে। তার পরেই নিজের প্যান্টের চেন খুলে ফেলে সে। আমি বুঝতে পারি আমার সঙ্গে কী হতে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে আমি অজান্তেই লোকটিকে মেরে দিই। কীভাবে মারি আমার মনে নেই। কিন্তু লোকটি গাড়ি থামাতে বাধ্য হয়। নিজেই আমাকে গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলে সে।" কোনও রকমে বাঁচলেও, সেই ঘটনায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিলোত্তমা।

হৃত্বিক-সাবার প্রেম ভাঙছে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত তিন বছর ধরে গায়িকা, বাচিক শিল্পী ও অভিনেত্রী সাবা আজাদের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন অভিনেতা হৃত্বিক রোশন। এবার শোনা যাচ্ছে হৃত্বিকের সঙ্গে সম্পর্কটাই নাকি শেষ সাবার!

গত কয়েকদিনে যে কয়টি অনুষ্ঠানে হৃত্বিককে দেখা গেছে, সবখানেই তিনি একা গেছেন। আম্বানিদের বাড়ির বিয়ে হোক কিংবা ফারহা খানের মায়ের শেষযাত্রা, কোথাও দেখা যায়নি সাবাকে। কিন্তু গত দু'বছরে এমন হয়নি। কোনও অনুষ্ঠানের সাবাহীন হৃত্বিককে দেখা যায়নি। করণ জোহরের জন্মদিনের পার্টি হোক কিংবা রোশনবাড়ির জমায়েত, সর্বত্রই একসঙ্গে দেখা যেত তাদের।

ফলে একাকী হৃত্বিককে দেখে জল্পনা দানা বাঁধতে শুরু করেছে বলিউডে। নেটপাড়ার একটি অংশের দাবি সাবা-হৃত্বিকের সম্পর্ক নাকি ভেঙে গিয়েছে। যদিও সামাজিক মাধ্যমে দেখা গিয়েছে, এখনও সাবার ছবিতে লাইক দিচ্ছেন অভিনেতা।

দিন কয়েক আগেই সাবা অভিযোগ করেন, হৃত্বিকের প্রেমিকা হওয়ায় কাজ পাচ্ছেন না তিনি। হৃত্বিকের সঙ্গে সম্পর্কে তৈরি হওয়ার আগে প্রায় এক দশক কণ্ঠশিল্পী হিসেবে কাজ করেছেন সাবা। একাধিক বিজ্ঞাপনে কণ্ঠ দিয়েছেন। তবে হৃত্বিকের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর পরই নাকি তার হাতে কাজ কমে গিয়েছে। এর কারণ হিসেবে সাবা দায়ী করেছিলেন সমাজের পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতাকে। এক পরিচালক নাকি সাবাকে বলেছেন, নামী তারকার প্রেমিকা এখন তিনি, তাই তার আর কাজের কী প্রয়োজন!

এই কথা শুনেই গর্জে উঠেছিলেন সাবা। সাবা প্রশ্ন তুলে লিখেছেন, 'আমরা কোন অন্ধকার যুগে বাস করছি? একজন নারী তার উপার্জনের মাধ্যমে যে সম্মান অর্জন করে সেটাকে হেয় করা হচ্ছে? আমি স্পষ্ট বলছি, এখনও পর্যন্ত আমি নিজের টাকায় জীবন যাপন করছি। নিজের ক্যারিয়ারকে ভালবাসি। যে কাজটা করি সেটা পছন্দের। যদিও লোকে ভাবে আমরা সেসবের প্রয়োজন নেই। আসলে মানুষের চিন্তাভাবনা বদলাবে না।'

ভাঙছেই অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার ঘর?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বচ্চন পরিবারে অশান্তির গুঞ্জন বহু দিনকার ঘটনা। শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন ঐশ্বরিয়া রায় ও অভিষেক বচ্চন। অনন্ত আম্বানির বিয়ের অনুষ্ঠানে সেই গুঞ্জন আরও তীব্র হয়েছে। বিয়েবাড়িতে আলাদা করে মেয়ে আরাধ্যকে নিয়ে ক্যামেরার সামনে পোজ দেন ঐশ্বরিয়া। বচ্চন পরিবার ছবি তোলে আলাদাভাবে। তবে অনুষ্ঠানে পাশাপাশি বসেছিলেন ঐশ্বরিয়া-অভিষেক। পাশে ছিল মেয়ে আরাধ্য বচ্চনও।

তবে সম্প্রতি অভিষেকের একটি পোস্টকে ঘিরে সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে হিনা খন্ডেলওয়াল নামের এক নারী ভারতীয় দম্পতিদের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রবণতা কীভাবে বাড়ছে, সেটি নিয়ে একটি পোস্ট করেন।

লিখেছেন, 'ভালোবাসাই যখন কঠিন হয়ে ওঠে, দীর্ঘকাল বিবাহিত জীবন যাপন করা দম্পতিরাও তখন বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন। কী এমন ঘটে, যার জন্য এত বছরের বৈবাহিক জীবনে ইতি টানতে হয়?'

কীভাবে দিন দিন বিবাহবিচ্ছেদের হার বাড়ছে, তারও বিস্তারিত বর্ণনা আছে পোস্টে। সেখানে বলা হয়েছে, বিবাহবিচ্ছেদ মোটেও সহজ বিষয় নয়।

সেই পোস্টে লাইক দিয়েছেন স্বয়ং অভিষেক বাচ্চন। এরপরই নেটিজেনরা হামলে পড়েন। প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি বিচ্ছেদের পথে হাঁটছেন অভিষেক ও ঐশ্বরিয়া?

যে কারণে রণবীরের সামনে 'গলা তোলার' সাহস দেখান না আলিয়া

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুর বলেছেন, বাবা-মায়ের উচ্চস্বরে ঝগড়া ছোটবেলা অস্বস্তিতে ফেলত রণবীর কাপুরকে। যার প্রভাব পড়ে তার আর আলিয়ার সম্পর্কেও। রণবীর কাপুর সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জানান যে, বিয়ের পর তিনি নিজেকে যতটা না আলিয়া ভাটের জন্য বদলেছেন, তার থেকে অনেক বেশি মহেশ ভাট-কন্যা নিজেকে বদলেছেন স্বামীর জন্য।

এক পডকাস্টে রণবীর এসব কথা বলেন। অভিনেতা বলেন, আলিয়া খুব উঁচু গলায় কথা বলত। আমার মনে হয়, বেড়ে ওঠার সময় আমার বাবা (ঋষি কাপুরের) কথা বলার টোন আমাকে সবসময়ই খুব নাড়া দিত। তাই আলিয়া আমার জন্য জোরে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এটি একেবারেই সহজ নয়, যেখানে আপনি এভাবেই নিজের জীবনের ৩০টা বছর কাটিয়েছেন। ও এমন একজন, ও সহজাতভাবেই প্রতিক্রিয়া দেয়, যদি রাহা পড়েও যায়। কিন্তু ওভাবে চিৎকার আমাকে খুব বিরক্ত করে। আর এসবই ও আমাকে শান্তি দেওয়ার জন্য বদলে নিয়েছে। আমি এটা বলতে পারি তাই, ও আমাকে স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার জন্য অনেক কিছু করেছে। আমিই বরং এত কিছু করিনি।

রণবীর বলেছিলেন, ছোটবেলায় মা-বাবা ঋষি আর নীতুর অনবরত ঝগড়া, বিশেষ করে তার বাবার গলার উচ্চস্বর, ছোটবেলা তাকে ফেলত অস্বস্তিতে। আলিয়া এমন একজন যাকে আমি অনেকগুলো বছর ধরে চিনি। ওর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই বুঝেছিলাম, এমন একজন যে আমার জন্য সঠিক। একজনশিল্পী হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে, একজন স্ত্রী হিসেবে, একজন বোন হিসেবে, একজন স্ত্রী ও মা হিসেবে, ওর প্রতি আমার অগাধ আস্থা রয়েছে।

স্মিথ-ম্যাক্সওয়েল ঝড়ে রেকর্ড গড়ে মেজর লিগে চ্যাম্পিয়ন ওয়াশিংটন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ব্যাট হাতে ঝড় তুললেন স্টিভেন স্মিথ ও গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। রেকর্ড পুঁজি নিয়ে পরে বল হাতে আলো ছড়ালেন মার্কো ইয়েনসেন, অ্যান্ড্রু টাই, রাচিন রবীন্দ্ররা। প্রথমবার ফাইনালে উঠেই সান ফ্রান্সিসকো ইউনিকর্নসকে উড়িয়ে মেজর লিগ ক্রিকেটে শিরোপা জিতে নিল ওয়াশিংটন ফ্রিডমস।

যুক্তরাষ্ট্রে ডলাসে বাংলাদেশ সময় সোমবার সকালের ইউনিকর্নসকে ৯৬ রানে হারিয়ে মুকুট জিতে নেয় ওয়াশিংটন। ২০৮ রানের রেকর্ড লক্ষ্য তাড়ায় ১৬ ওভারে স্রেফ ১১১ রানে গুটিয়ে যায় সান ফ্রান্সিকো।

৫২ বলে ৮৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ম্যাচ অব দা ফাইনাল স্মিথ।

মেজর লিগ ক্রিকেটের এটি দ্বিতীয় আসর। গত বছর প্রথম আসরে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউ ইয়র্ক। ছয় দলের এই প্রতিযোগিতায় এবার চারে থেকে আসর শেষ করেছে তারা। বাংলাদেশের সাকিব আল হাসানের খেলা লস অ্যাঞ্জেলস সাইট রাইডার্স পাঁচে থেকে আসর শেষ করে।

ডলাসের গ্রান্ড প্রেইরি স্টেডিয়ামে এদিন রান তাড়ায় বড় কোনো জুটিই গড়তে পারেনি সান ফ্রান্সিসকো। তৃতীয় ওভারে জ্যাক ফেজার-ম্যাকার্ককে হারিয়ে শুরু, এরপর নিয়মিতভাবে উইকেট হারায় তারা। তাদের ছয় ব্যাটার দুই অঙ্গে পৌঁছালেও ২০ স্পর্শ করতে পেরেছেন কেবল দশ নম্বর ব্যাটার কার্মি লে রক্স (১০ বলে ২০*)। ঝড় তুলতে পারেননি অ্যালেন ফিন (১৩ বলে ১৩), জশ ইংলিশ (১১ বলে ১৮), ফেরফান রাদারফোর্ড (৯ বলে ৪), কোরি অ্যান্ডারসন (২ বলে ০), প্যাট কামিন্সরা (৭ বলে ১৩)।

ওয়াশিংটনের বোলারদের দুর্দান্ত বোলিংয়ের সামনে দাঁড়াতেই পারেননি। ৪ ওভারে ২৩ রানে ৩টি শিকার ধরেন রবীন্দ্র। টপ অর্ডারে আঘাত হানান ইয়ানসেন ২৮ রানে নেন ৩ উইকেট। ১২ রানে দুটি শিকার ধরেন টাই।

টস হেরে বল বেছে নিয়ে শুরুটা ভালোই করেছিল সান ফ্রান্সিকো। দ্বতীয় ওভারেই জাতীয় দলের সতীর্থ ট্রাভিস হেডকে ফেরান প্যাট কামিন্স। পাওয়ার প্লের মধ্যে ফেরেন আন্দ্রিস গুসও। তবে অন্য প্রান্তে শুরুতে লড়াই চালিয়ে যান ওপেনার স্মিথ। শুরুতে টাইমিং পেতে লড়াই করলেও কিংবদন্তি ব্যাটারদের মতো পরে ঠিকই জাত চেনান তিনি। ১৭তম ওভারে আউট হওয়ার আগে খেলেন ৫২ বলে ৭টি চার ও ৬ ছক্কায় ৮৮ রানের ইনিংস।

উইকেটের পিছনে কামিন্সের শিকার হওয়ার আগে চতুর্থ উইকেটে ম্যাক্সওয়েলকে নিয়ে ৩৯ বলে ৮৩ রানের জুটি গড়েন স্মিথ। ম্যাক্সওয়েল খেলেছেন ম্যাক্সওয়েলীয় ইনিংস। ২২ বলে ৪ ছক্কা ও ১ চারে ৪০ রান আসে তার ব্যাট থেকে। মুক্তার আহমেদ ৯ বলে ১৯ ও ওবাস পিয়েনার ৯ বলে ১৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

৪ ওভারে ৩৫ রানে ২ উইকেট নিয়ে সান ফ্রান্সিসকোর সেরা বোলার কামিন্স। বাকি বোলাররা রান বিলিয়েছেন ওভারপ্রতি দশের উপরে।

এদিন ৪ ওভারে ৩৩ রানে ১ উইকেট নিয়েছেন সৌরভ নেত্রভালকার। ৭ ইনিংসে ১৩.৪৬ গড়ে ১৫ উইকেট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেই এই বাঁ-হাতি অভিজ্ঞ পেসারই টুর্নামেন্টের সেরা বোলার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ১২ উইকেটও ওয়াশিংটনের স্পিনার রবীন্দ্রর।

আসরের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ফাফ দু প্লেসি। টেক্সাস সুপার কিংসের হয়ে ৮ ইনিংসে ৫২.৫০ গড়ে ৪২০ রান করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই অভিজ্ঞ ব্যাটার। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৩৩৬ রান করেছেন চ্যাম্পিয়ন দলের হেড। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড়ের খেতাবও জিতে নিয়েছেন এই মারকুটে অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটার।

শুরুর আগেই শেষ
কুটসিয়ার উইন্ডিজ সিরিজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শুরুর আগেই শেষ হয়ে গেছে জেরল্ড কুটসিয়ার ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ। সাইড স্ট্রেইন চোটে দুই টেস্টের সিরিজটি থেকে ছিটকে পড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার এই পেসার। ২৩ বছর বয়সী কুটসিয়ার বদলি হিসেবে অভিষেকের অপেক্ষায় থাকা মিগেল প্রিটোরিয়াসকে টেস্ট দলে যোগ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্র্যাঞ্চাইজি টুর্নামেন্ট মেজর লিগ ক্রিকেটে টেক্সাস সুপার কিংসের হয়ে খেলছিলেন কুটসিয়া। প্রতিযোগিতাটির চলতি আসরের মাঝপথে বাঁ পাশের সাইড স্ট্রেইনের চোট নিয়ে দেশে ফেরেন তিনি।

ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা নিশ্চিত করেছে, ক্যারিবিয়ানদের বিপক্ষে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে পারবেন না কুটসিয়া। এখন পর্যন্ত জাতীয় দলের হয়ে খেলা তিনটি টেস্টের সবশেষটি খেলেন তিনি গত ডিসেম্বরে, ভারতের বিপক্ষে।

২৯ বছর বয়সী প্রিটোরিয়াস সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকা দলে ডাক পান ২০২১ সালের মার্চে, পাকিস্তানের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে। কিন্তু কোনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তিনি। তার আগের বছর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে প্রথমবার জাতীয় দলে ডাক পড়ে তার। সেবার কাঁধে চোট পাওয়ায় পাননি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের স্বাদ।

এখন পর্যন্ত ৬৪টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলা প্রিটোরিয়াস ২৭.৫০ গড়ে নিয়েছেন ১৮৮ উইকেট। চলতি কাউন্টি মৌসুমে এখন অবধি সমারসেটের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি তিনি। ৩৯.৪৩ গড়ে ধরেছেন ২৩ শিকার।

আগামী ৭ অগাস্ট শুরু হবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রথম টেস্ট। পরেরটি শুরু ১৫ অগাস্ট। এরপর ২৩, ২৫ ও ২৭ অগাস্ট তিনটি টি-টোয়েন্টি খেলবে দুই দল।

দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দল: টেম্বা বাভুমা, ডেভিড বেডিংহ্যাম, ম্যাথু ব্রিটস্কি, নান্দ্রে বার্গার, টোনি ডি জর্জি, কেশভ মহারাজ, এইডেন মার্করাম, ভিয়ান মুল্ডার, লুঙ্গি এনগিডি, ডেন প্যাটারসন, ডেন পিট, কাগিসো রাবাদা, ট্রিস্টান স্টাবস, রায়ান রিকেলটন, কাইল ভেরেইনা, মিগেল প্রিটোরিয়াস।

জয় পেলেও
লিভারপুল শিবিরে অস্বস্তি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক-মৌসুম পর্বে প্রথম জয়ের দেখা পেয়েছে লিভারপুল। অ্যানফিল্ডে নতুন কোচ আর্না স্লটের জন্যও যা প্রথম। এদিন অবশ্য একটা ধাক্কাও খেয়েছে দলটি। খেলার মাঝে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়েছেন মিডফিল্ডার কার্টিস জোন্স।

এবারের যুক্তরাষ্ট্র সফরে রিয়াল বেতিসের বিপক্ষে ১-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। ম্যাচের আধা ঘণ্টার মাথায় চোট যান পেয়ে মাঠ ছাড়েন জোন্স। এর তিন মিনিট পরই জয়সূচক গোলটি করেন হাঙ্গেরির মিডফিল্ডার দমিনিক সোবোসলাই।

২৩ বছর বয়সী ইংলিশ ফুটবলার জোন্সের চোট কতটা গুরুতর, তা অবশ্য জানা যায়নি। ডাচ কোচ স্লট বলেন, জোন্সের চোটের অবস্থা নিয়ে এখনই মন্তব্য করাটা আগেভাগে হয়ে যায়।

আগামী মৌসুমের প্রস্তুতিপর্বে লিভারপুল প্রথম মাঠে নেমেছিল গত সপ্তাহে। দর্শকশূন্য নিজেদের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ওই ম্যাচে তাদেরকে ১-০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল ইংলিশ ফুটবলের দ্বিতীয় স্তরের দল প্রেস্টন নর্থ এন্ড।

কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপ অ্যানফিল্ডে দীর্ঘ ৯ বছরের অধ্যায়ের ইতি টানলে তার জায়গায় স্লটকে দায়িত্ব দেয় লিভারপুল। প্রেস্টনের বিপক্ষে সেটাই ছিল স্লটের কোচিংয়ে দলটির প্রথম ম্যাচ।

ভারতের দম্ভচূর্ণ করে
নতুন চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের একক আধিপত্য ভেঙ্গে শেষ পর্যন্ত নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটের শিরোপা জিতলো শ্রীলঙ্কা। গতকাল ডাম্বুলায় সাত বারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে ৮ উইকেটে হারিয়ে নারী এশিয়া কাপ ক্রিকেটে প্রথম বারের মত চ্যাম্পিয়ন হলো স্বাগতিকরা। ২০০৪ সাল থেকে শুরু হওয়া এই টুর্নামেন্টে এর আগে পাঁচবার ফাইনাল খেলেছে শ্রীলঙ্কা। প্রতিবারই তাদের প্রতিপক্ষ ছিলো ভারত। এবার ৬ষ্ঠ বারের চেষ্টায় ভারতকে হারালো চামারি আতাপাতরা। ডাম্বুলার রানগিরি আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে ১৬৫ রানের লড়াকু স্কোর করে ভারত। জিততে হলে ইতিহাস গড়তে হবে লঙ্কান মেয়েদের। এর আগে এত রান তাড়া করে সফল হওয়ার ইতিহাস ছিল না লঙ্কানদের। তবে গতকাল সবকিছুই যেন শ্রীলঙ্কানদের মতো করেই হলো।ভারতের দেওয়া ১৬৬ রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে দ্বিতীয় ওভারেই ওপেনার বিশমি গুনারত্নকে হারিয়ে বিপদে পড়ে যায় লঙ্কানরা। তবে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাতর ঝড়ো ব্যাটিংয়ে চাপ থেকে বেরিয়ে আসে শ্রীলঙ্কা। দ্বিতীয় উইকেটে হারশিতা সামারাবিক্রমাকে সঙ্গে নিয়ে ৬৩ বলে ৮৭ রানের জুটি গড়ে দলে জয়ের পথটা তৈরি করে দেন চামারি আতাপাত। সামারাবিক্রমা কিছুটা দেখে শুনে খেললেও চামারি করেছেন বিস্ফোরক ব্যাটিং। দিপ্তী শর্মার বলে বোল্ড হওয়ার আগে লঙ্কান অধিনায়ক খেলেন ৪৩ বলে ৯ চার ও ২ ছক্কায় ৬১ রানের ইনিংস। ১২তম ওভারে যখন চামারি আতাপাত আউট হন তখন লঙ্কানদের জিততে প্রয়োজন ৪৮ বলে ৭২ রান। কিন্তু এই লক্ষ্যটাকে একেবারে সহজ করে দেন সামারাবিক্রমা। চামারি আউট হওয়ার পর খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। ভারতীয় বোলারদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে দ্রুত রান তুলে নেন। রাধা যাদবের করা ১৮তম ওভারে ১৭ রান তুলে নেন সামারাবিক্রমা।শেষ দুই ওভারে লংঙ্কানদের জয়ের লক্ষ্য দাঁড়ায় ৮ রানের। স্বাভাবিক ভাবেই শেষ বল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি লঙ্কানদের। ১৯তম ওভারের চতুর্থ বলে কাভিশা দিলহারি ছক্কা মারার সাথে সাথে এশিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে লঙ্কানরা। তাদের ৪০ বলে ৭৩ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটিতে দলের জয় সহজ হয়ে যায়।। ভারতীয় ফিল্ডারদের মিস ফিল্ডিংয়ের সুযোগ নিয়ে লঙ্কান তিন ব্যাটার ভারতের আধিপত্য থামিয়ে দেন। বোলিং-ফিল্ডিং কোন বিভাগেই লঙ্কানদের বিপদে ফেলতে পারেনি ভারতীয় বোলাররা। লঙ্কান ব্যাটারদের মধ্যে সামারাবিক্রমা সর্বোচ্চ ৬৯ রানের ইনিংস খেলেন। যার মধ্যে দুইটি ছয় ও ছয়টি চারের মার ছিলো। ১৬ বলে ৩০ রানের ঝড়ো ইনিংস খেলে দলের প্রথম শিরোপা জিততে ভূমিকা রাখেন কাভিশা দিলহারি। শেষ পর্যন্ত ৮ বল হাতে রেখেই ২ উইকেট হারিয়ে জয়ের বন্দরে পৌছায় শ্রীলঙ্কা। এরআগে রানগিরি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। তবে শুরুটা ভালো হয়নি তাদের। ৪৪ রানের ওপেনিং জুটি হলেও রানরেটে খুব একটা ভালো অবস্থায় ছিল না সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা। যার প্রভাব শেষ পর্যন্ত ছিল।দলের স্কোরবোর্ডে ৪৪ রান যোগ করার পর সাজঘরে ফেরেন ওপেনার শেফালি ভার্মা। আগের ম্যাচগুলোতে ব্যাটিংয়ে ফুলঝুরি দেখালেও ফাইনালে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি এই ওপেনার। এরপর উমা ছেত্রী ও অধিনায়ক হারমানপ্রিত কৌর আউটের পর সব চাপ গিয়ে পড়ে স্মৃতি মান্ধানার ওপর। দলের রান তখন ৩ উইকেটে ৮৭। এ অবস্থায় দলকে বড় লক্ষ্যের দিকে টেনে নিতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গেছেন স্মৃতি মান্ধানা। ১৭তম ওভারে আউট হওয়ার আগে ৪৭ বলে ৬০ রানের ইনিংস খেলে দলের স্কোরকে ১৩৩ রানে নিয়ে যান স্মৃতি। এরপর জেমিমা রদ্রিগেজের ১৬ বলে ২৯ এবং রিচা ঘোষের ১৪ বলে ৩০ রানের ওপর দাঁড়িয়ে ৬ উইকেটে ১৬৫ রানের পুঁজি পায় ভারত। বল হাতে কাভিশা দিলহারি ৩৬ রান খরচায় দুই উইকেট পান। এছাড়া সাচিনি নিসানসালা, উদেশিকা প্রাবোধিনি ও চামারি আতাপাত প্রত্যেকেই একটি করে উইকেট পান। ম্যাচ সেরা হারশিতা সামারাবিক্রমা আর পুরো টুর্নামেন্টে অসাধারণ পারফর্ম করে সিরিজ সেরা হয়েছেন লঙ্কান অধিনায়ক চামারি আতাপাত।

রোল অব অনার

সাল	চ্যাম্পিয়ন	রানার্স আপ
২০০৪	ভারত	শ্রীলঙ্কা
২০০৫	ভারত	শ্রীলঙ্কা
২০০৬	ভারত	শ্রীলঙ্কা
২০০৮	ভারত	শ্রীলঙ্কা
২০১২	ভারত	পাকিস্তান
২০১৬	ভারত	পাকিস্তান
২০১৮	বাংলাদেশ	ভারত
২০২২	ভারত	শ্রীলঙ্কা
২০২৪	শ্রীলঙ্কা	ভারত

ওলমোকে পেতে ম্যানসিটির সঙ্গে লড়তে হবে বার্সেলোনাকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এরমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ইউরোপের ক্লাব ফুটবলের দলবদল। যা চলবে ৩০ আগস্ট পর্যন্ত। নিজেদের শক্তি বাড়াতে ও ঘাটতি দূর করতে স্কোয়াড পুনর্গঠনের কাজ করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে ক্লাবগুলো। অনেক তারকা খেলোয়াড় চুক্তি নবায়ন করে থেকে যাবেন পুরনো ক্লাবে। আবার কেউ পাড়ি জমাবেন নতুন ঠিকানায়।

শুধু তারকা খেলোয়াড় নয়, পাশাপাশি উদীয়মান ও তরুণ প্রতিভাদের দিকেও হাত বাড়াচ্ছে ক্লাবগুলো। ফলে প্রতিদিনই উঠে আসছে নতুন নতুন গুঞ্জন। যার কিছু সত্যি হবে। আবার কিছু মিলিয়ে যাবে গুঞ্জন আকারেই। তবে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনের এই সকল খবরাখবর ও গুঞ্জন নিয়ে দ্য ডেইলি স্টারের পাঠকদের জন্য এই আয়োজন।

বার্সেলোনার টার্গেট ওলমোকে চায় ম্যানচেস্টার সিটিও

ফরাসি সংবাদমাধ্যম ফুটমার্কেটোর সংবাদ অনুযায়ী, লা মাসিয়ার সাবেক ফরোয়ার্ড দানি ওলমোকে পেতে চাইছে ইংলিশ জায়ান্ট ম্যানচেস্টার সিটি। এরমধ্যেই তাকে পেতে একটি প্রস্তাব দিয়েছে ক্লাবটি। তবে তাদের প্রস্তাব কতো টাকার তা জানাতে পারেনি সংবাদ মাধ্যমটি।

বার্সেলোনার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে লাইপজিগ

স্কাই স্পোর্টস জার্মানির সংবাদ অনুযায়ী, বার্সেলোনার দেওয়া ৪০ মিলিয়ন ইউরোর প্রথম প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছে আরবি লাইপজিগ। বার্সেলোনার প্রস্তাব তাদের চাহিদার চেয়ে অনেক দূরে রয়েছে বলে জানিয়েছে লাইপজিগ।

ওলমোর জন্য ৪০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব বার্সেলোনার

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো দিপোর্তিবোর জানিয়েছে, স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড দানি ওলমোকে ফিরিয়ে আনতে এরমধ্যেই প্রস্তাব দিয়েছে বার্সেলোনা। তাদের প্রাথমিক প্রস্তাব ৪০ মিলিয়ন ইউরোর। যা চার কিস্তিতে দিতে চায় ক্লাবটি। এছাড়া এরসঙ্গে রয়েছে আরও ২০ মিলিয়ন ইউরো অ্যাডঅন রয়েছে।

পিএসজির আগ্রহে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত সাঞ্চোর

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কোচ এরিক টেন হাগের সঙ্গে ঝামেলা মিটিয়ে ওল্ড ট্রাফোর্ডে অনুশীলন শুরু করেছিলেন জাডন সাঞ্চো। তবে তার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে ইংলিশ ক্লাবটিতে। ফুটবল ভিত্তিক ওয়েবসাইট গোলডটকমের সংবাদ অনুযায়ী, তাকে পেতে প্রস্তাব দিয়েছে ফরাসি ক্লাব পিএসজি। এবং তাদের প্রস্তাব ভেবে দেখছে রেড ডেভিলরা।

আলভারেজের জন্য বিশাল অঙ্ক চায় ম্যানসিটি

দ্য অ্যাথলেটিকের মতে, আরও বেশি খেলার সময় পেতে এই গ্রীষ্মে দলবদল করতে আগ্রহী ম্যানচেস্টার সিটির আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড হুলিয়ান আলভারেজ। অ্যাতলেতিকো মাদ্রিদ তাকে পেতে আগ্রহী। তবে তার জন্য কমপক্ষে ৬০ মিলিয়ন ইউরো চায় সিটিজেনরা। সঙ্গে অ্যাড-অন হিসেবে অতিরিক্ত ১৭ মিলিয়ন ইউরো।

পিএসজির ফ্যাবিয়ান রুইজে আগ্রহী আর্সেনাল

ফুটবল ভিত্তিক ওয়েবসাইট গোলডটকমের সংবাদ অনুযায়ী, এই গ্রীষ্মে পিএসজির ফ্যাবিয়ান রুইজকে পেতে আলোচনা শুরু করেছে আর্সেনাল। স্পেনের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ে এবার দারুণ ভূমিকা রেখেছেন এই মিডফিল্ডার। নিজেদের মিডফিল্ডের শক্তি বাড়াতে রুইজকে টার্গেট করেছে গানাররা।

আলোনসোকে চায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড

বৃটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য মিররের সংবাদ অনুযায়ী, বার্সেলোনা ও চেলসির সাবেক ডিফেন্ডার মার্কোস আলোনসোকে চায় ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। বার্সেলোনার সঙ্গে উক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ায় বর্তমানে ফ্রি এজেন্ট রয়েছেন ৩৩ বছর বয়সী এই ডিফেন্ডার।

জেলখাটা ধর্ষককে দুয়ো দিল
অলিম্পিকের দর্শকরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সমালোচনা চলছিল শুরু থেকেই। এবার দেখা গেল তার চূড়ান্ত বিস্ফোরণ। গ্যালারিই যেন নিল প্রতিশোধ। ঘটনাটি ঘটেছে প্যারিস অলিম্পিকসে।

ধর্ষণের দায়ে এক বছর জেল খেটেছে নেদারল্যান্ডসের বিচ ভলিবল খেলোয়াড় স্টিভেন ফন ডি ফেলডে। তাকে প্যারিস অলিম্পিকে খেলার সুযোগ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। আজ নেদারল্যান্ডস বিচ ভলিবল দলের হয়ে অলিম্পিকে অভিষেকও হয়েছে তার। এ সময় মাঠে ঘটে মিশ্র ঘটনা। সাজাপ্রাপ্ত ধর্ষক স্টিভেন ফন ডি ফেলডেকে দুয়ো দিয়েছে দর্শকরা। মাঠের লড়াইয়েও ইতালির কাছে ২-১ সেটে হেরেছে ডি ফেলডের দল।

ডি ফেলডে-ইমার্স মাঠে নামার মুহূর্তে প্রত্যাশিতভাবেই নেদারল্যান্ডস সমর্থকেরা করতালি দিয়েছেন। তবে বাকি যেসব দর্শক খেলা দেখতে গিয়েছিলেন, তাদের বেশির ভাগই ডি ফেলডেকে উদ্দেশ করে দুয়ো দিয়েছেন। অবশ্য ম্যাচ শেষে ডি ফেলডের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন প্রতিপক্ষ কারামবুলা ও রানঘিয়েরি। সতীর্থ ইমার্স তার প্রশংসাও করেছেন।

২০১৬ সালে ১২ বছর বয়সী এক ব্রিটিশ কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে ডি ফেলডের বিরুদ্ধে। বলা হয় ফেসবুকে পরিচয়ের পর আমস্টারডাম থেকে ইংল্যান্ডে গিয়ে মিলটন কিনেস অঞ্চলে ওই ঘটনায় জড়িয়েছিলেন তিনি। আদালত তাকে চার বছর কারাদণ্ড দেয়। তবে এক বছর পর কারামুক্ত হয়ে বিচ ভলিবলে ফেরেন স্টেফেন। ২৯ বছর বয়সী এই খেলোয়াড়কে গত জুনে ডাচদের বিচ ভলিবলের অলিম্পিক স্কোয়াডে ডাকা হয়।

প্যারিস অলিম্পিকে ডি ফেলডে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়ায় কদিন ধরেই বেশ সমালোচনা চলছে। একজন ধর্ষক কীভাবে অলিম্পিকে খেলতে পারে, এই প্রশ্ন ছুড়ে আইওসিকে ব্যাপারটি তদন্তের আহ্বান জানানো হয়েছিল।

কোহলির রেকর্ড ছুঁলেন সূর্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ৫৬ ম্যাচ কম খেলেই বিরাট কোহলির একটি রেকর্ড ছুঁয়ে ফেলেছেন সূর্যকুমার যাদব। শনিবার শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে পূর্ণ মেয়াদে ভারতের টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে অভিষেক হয়েছে সূর্যর। ম্যাচে মাত্র ২২ বলে ফিফটি হাঁকিয়েছেন তিনি। যা টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে তার দ্বিতীয় দ্রুততম ফিফটি। সেই সঙ্গে দল জেতানো ইনিংস খেলে হয়েছেন ম্যাচসেরাও, যা তাকে নিয়ে গেছে নতুন উচ্চতায়।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ ১৬ বার ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন সূর্য। তার সমান ম্যাচসেরার পুরস্কার জিতেছেন বিরাট কোহলিও। তবে কোহলি ম্যাচ বেশি খেলেছেন ৫৬টি। সূর্য ১৬ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন মাত্র ৬৯ ম্যাচ খেলেই। কোহলি খেলেছেন ১২৫ ম্যাচ।

কোহলি ও সূর্যর পরে সবচেয়ে বেশিবার ম্যাচসেরা হওয়ার তালিকায় তিনে আছেন সিকান্দার রাজা। জিম্বাবুয়ের এই তারকা অলরাউন্ডার ৯১ ম্যাচে ১৫ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন। ১২৯ ম্যাচে ১৪ বার ম্যাচ সেরা হয়ে চারে আছেন আফগান অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবি। নবির সমান ১৪ বার ম্যাচসেরা হয়েছেন ভারতের রোহিত শর্মা। এই ডানহাতি ওপেনার ম্যাচ খেলেছেন ১৫৯টি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR